হিন্দু সংহতি

স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 4, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, December 2014

"সুদীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে (হিন্দুদের) অজ্ঞ রাখা হয়। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে এই অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই অজ্ঞতাই দেশবিভাগের জন্য প্রধানত দায়ী।"

—ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মালদায়

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন

কালিয়াচকে টহলরত সি.আর.পি.এফ জওয়ান ও র‍্যাফ

গত ২৮ অক্টোবর বিকাল থেকে মালদার ইংরেজ বাজার থানার খাসিমারী এবং কালিয়াচক থানার ছোট সুজাপুর এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। ধীরে ধীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কারফিউ জারী করতে হয়। সি আর পি এবং র‍্যাফ নামানো হয়েছে এলাকায়।

সূত্রের খবর, নাজিরপুর এলাকায় একটি লিচুবাগান দখলকে কেন্দ্র করে বিবাদ শুরু হয় তৃণমূল নেতা এসারুদ্দিন শেখের সঙ্গে লক্ষ্মণ ঘোষের। প্রায় ছমাস আগে নাজিরপুরে খুন হয় জালাল শেখ নামে এক ব্যক্তি। ঐ খুনের মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন লক্ষ্মণ ঘোষ।

২৮ তারিখ বিকালে কালিয়াচকগামী একটি গাড়ী থেকে লক্ষ্মণ ঘোষকে এসারুদ্দিনের অনুগামীরা নামিয়ে নেয়। এই খবর পেয়ে লক্ষ্মণের অনুগামীরা এসারুদ্দিনের ৫ জনকে অপহরণ করে। এই নিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঐ দিন রাতে লক্ষ্মণ ঘোষের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয় খাসিমারী গ্রামের একটি আমবাগান থেকে। এরপর গভীর রাতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে আবু শেখ এবং রফিকুল শেখ নামে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরের দিন সকালে একচের মোমিন নামে আরও এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে ঘোষদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের ঘটনা নতুন নয়। আগেও একাধিকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ পুলিশ হিন্দু সংহতির কর্মী দীপঙ্কর রজককে গ্রেপ্তার করেছে। দীপঙ্করের বাড়ী খাসিমারী থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ এই গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, "এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে হিন্দু সংহতির এই কর্মীকে খাসিমারীর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমান রাজ্য সরকার মুসলমানদের খুশী করতে হিন্দু সংহতিকে বলির পাঁঠা বানানোর চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ সফর চলাকালীন আমাকে পুলিশ আটক করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই দাঙ্গার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তখনই তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের সন্দেহ হচ্ছিল। দীপঙ্করের গ্রেপ্তারে সেই সন্দেহ যে অমূলক নয় তাই প্রমাণিত হল।" তিনি আরও বলেন, "এই মুসলিম তোষণে মমতা ব্যানার্জীর লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে। কারণ এতে মুসলিম ভোট বাড়লেও হিন্দু ভোটাররা তৃণমূলের থেমে মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

প্রসঙ্গত, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের উত্তরবঙ্গ সফর চলাকালীন তাঁকে অন্য দুজন কর্মকর্তাসহ উত্তরবঙ্গ পুলিশ চাঁচোল থানায় আটক করে। পরের দিন পুলিশি প্রহরায় শিলিগুড়ি থেকে তাঁদের কলকাতা ফেরত পাঠানো হয়।

সারদা ও জামাত যোগ

রাজ্যসভার সদস্য ইমরানের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা

১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার অন্তর্গত নলিয়াখালিতে হিন্দুদের উপর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ হয়েছিল তাতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে গোয়েন্দা রিপোর্টে। এই রিপোর্ট সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পর জনৈক তারাশঙ্কর ঘোষ এবং হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি দেবদত্ত মাঝি পৃথক পৃথক ভাবে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করার চেষ্টা করলেও অভিযোগ নিতে স্বীকার না করায় ঐ দুজনের পক্ষ থেকেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর দেবদত্ত মাঝি-র দায়ের করা মামলা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন মহামান্য বিচারপতি। নলিয়াখালির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান। যিনি বর্তমানে তৃণমূল মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য। এই রকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যুক্ত থাকায় নলিয়াখালি ঘটনার তদন্ত সি বি আই অথবা এন আই এ-র হাতে তুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মামলাকারী। সম্প্রতি ইমরানের বিরুদ্ধে জামাত এবং সারদা কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

বিসর্জনে হামলা

মা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতিরা

গত ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার মহরমের দিন উত্তাল হয়ে উঠল টিটাগড় অঞ্চল। বেশ কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে যে মহরমের দিন বি টি - রোড- এর বেশ কিছু জায়গা উৎসব পালনকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে। রাস্তা বন্ধ করে লাঠি, সোর্ড খেলা চলছে। তা যথেচ্ছ ভাবে উত্তেজনার ইন্ধন জোগায়। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সেই সুযোগে তাদের আস্ফালন শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। যেমন ঘটলো এবার টিটাগড়ে।

২রা নভেম্বর ছিল জগদ্ধাত্রী পুজো। টিটাগড়ের বাজার অঞ্চলের অন্নপূর্ণা দেবী মন্দিরের কাছেই প্রতিবছর বড় আকারে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। মহরমের দিন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেলের সামনে এসে তাসা বাজিয়ে চিৎকার করতে থাকে। তাদের হাতে লাঠি, বাঁশ, ছোরা, দা। অথচ তিন বছর আগে প্রশাসনের উপস্থিতিতে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠিক করে যে মহরমের মিছিল এপথে আসবে না। এতে এলাকায় শান্তি বজায় থাকবে। গত দুবছর মহরমের মিছিল এপথে আসেনি। এবছরই তারা নিয়মভঙ্গ করে মিছিল এপথে নিয়ে আসে। পুজো কমিটি তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। তখন পুজো কমিটি ও আসপাশের লোকজন মিলে মিছিলের গতিরোধ করে। উভয়ের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। বচসা ধাক্কাধাক্কি থেকে মারামারির আকার নেয়। কিন্তু দ্রুত পুলিশ এসে যাওয়ায় তা ব্যাপক আকার নেয়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা যে মিটে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরদিন জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানে। হঠাৎ মুসলমান পাড়া থেকে কিছু দুষ্কৃতি বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। পাথরের আঘাতে প্রতিমা ভেঙে যায়। ক্ষিপ্ত জনতা দুষ্কৃতিদের ধরে ব্যাপক পেটায়। দুষ্কৃতিরাও তাদের লোকজন নিয়ে এলে মারামারি বড় আকার নেয়। লোহার রড, লাঠি নিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ, র‍্যাফ দ্রুত এসে লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মোট ৫৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে ২৯ জন হিন্দু ও ২৫ জন মুসলমান। পরদিন, অর্থাৎ ৬-ই নভেম্বর আলি হায়দার রোডের মুসলমানরা হিন্দুদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করেছিল। দোকানের জিনিস ফেলে দেওয়া, গালি দেওয়া, মারধর করা প্রভৃতি। অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠলে হিন্দুরাও মারমুখী হয়ে ওঠে। তবে যথা সময়ে পুলিশ এসে যাওয়ায় গন্ডোগোল বড় আকার নিতে পারেনি।

আমতায় কালীমন্দির আক্রান্ত

অভিযোগকারীদের উপরেই চলছে পুলিশি জুলুম

হাওড়া জেলার আমতা রানাপাড়া গ্রাম। গ্রামের শ্মশানে কালীমাতার মন্দিরের পাশেই শ্মশান কালীমাতা ক্লাব। গত ১৮ নভেম্বর বিকেল ৪-৩০ নাগাদ জনা পঁচিশেক দুষ্কৃতি হঠাৎ আক্রমণ করে এই ক্লাব। দুষ্কৃতিদের নেতৃত্বে ছিল শেখ রাজু, শেখ রাজেন, আখতার আলি। ক্লাবে অমিত পাত্র, গৌতম ধাওয়া এবং মন্টু প্রামাণিককে ঐ দুষ্কৃতির দল প্রচন্ড মারধর করে, ক্লাবের ভিতরে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালায়। এরপর ক্লাব সংলগ্ন শ্মশান কালীমাতার মন্দিরের উপর চড়াও হয় তারা। মন্দিরের বেড়া ভাঙার সাথে সাথে মন্দিরের ভিতরে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশ থেকে হিন্দুরা ঘটনাস্থলে এসে পৌছাতে শুরু করলে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আমতা থানার পুলিশ। জনগণ দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবী জানালে পুলিশ ঘন্টা খানেক সময় চায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার বদলে র‍্যাফ নামিয়ে প্রতিবাদী হিন্দুদের উপর নৃশংস ভাবে লাঠিচার্জ শুরু করা হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে স্থানীয় সিভিক পুলিশ শেখ মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুদের বাড়ীতে তল্লাসীর নামে উপদ্রব শুরু করে পুলিশ বাহিনী। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৮ জন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও ৬ জন সহ মোট ১৪জনের বিরুদ্ধে কেস সাজানো হয়েছে। ধৃতদের উলুবেড়িয়া আদালতে তোলা হলে তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশি উপদ্রবে গ্রামের পুরুষরা বর্তমানে গ্রাম ছাড়া।

প্রসঙ্গত, প্রায় দুমাস আগে ঐ দুষ্কৃতির দল অন্যায় ভাবে জনৈক হিন্দুর জমি দখল করার চেষ্টা করলে ক্লাবের ছেলেরা প্রতিবাদ করে। এই অপচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েই ক্লাব আক্রমণের এই পরিকল্পনা বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

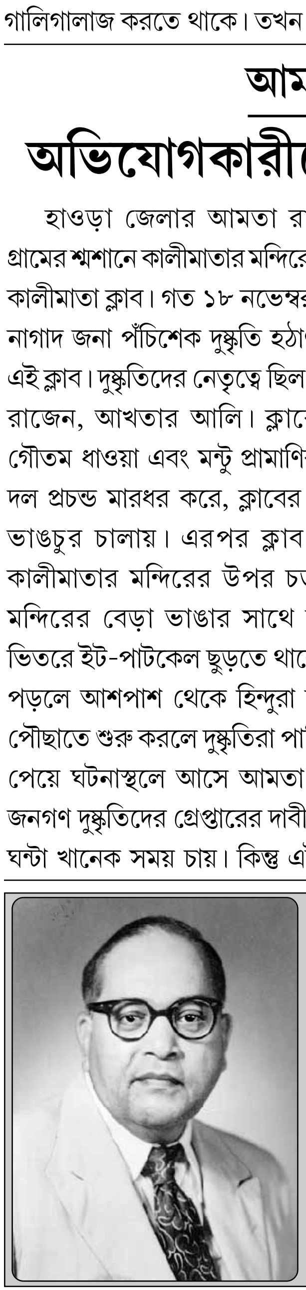

৬-ই ডিসেম্বর

ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর-এর

মহাপ্রয়াণদিবস উপলক্ষে

হিন্দু সংহতি-র পক্ষ

থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।।

আমাদের কথা

হিন্দু সংহতির সদস্য অভিযান এবং তিনটি প্রশ্ন

১লা নভেম্বর থেকে হিন্দু সংহতির সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই তা গ্রাম বাংলায় বিপুল সাড়া পেয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যেমেও সদস্য হওয়া যাচ্ছে। দেশে - বিদেশে অনেকেই সদস্যপদ গ্রহণ করছেন, অনেকে সদস্যপদ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ দলীয় কর্মী সভায় জানিয়েছেন, সদস্য সংগ্রহ অভিযান দুই মাসব্যাপী চলবে। এবারের লক্ষ্য পাঁচিশ হাজার। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে আপামর হিন্দুকে হিন্দু সংহতির সদস্য হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। টি এম সি, সি পি এম, বি জে পি, কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, থাকতে পারে বিরোধও, কিন্তু হিন্দু হিসাবে আমরা সকলেই যে এক এ কথাটা ভুললে চলবে না। তাই সদস্য সংগ্রহকারী কর্মীরা কোন রাজনৈতিক রং যেন না দেখেন।

প্রসঙ্গক্রমে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে তিনটি প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথমতঃ আপামর বাঙালি রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের হাতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের দায়ভার তুলে দিয়ে নিচেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা শুধু অবিমৃশ্যকারীতা নয়, গুরুতর অন্যায়ও বটে। একবার রাজনৈতিক নেতাদের হাতে আমাদের ভালো-মন্দর দায় তুলে দিয়ে আমরা চরম মূল্য দিয়েছি। এবার অন্ততঃ আমাদের চোখটা খুলুক। এবার আমাদের ভালো-মন্দটা আমরা বুঝি। আমার সোনার বাংলা যে ছারখার হতে বসলো। চারদিকে আতঙ্কের ছায়া, আকাশে - বাতাসে বারুদের গন্ধ। এ অবস্থায় ঘরের কোণে সুখনিদ্রায় শয়ান থাকলে আগামীদিনে আমাদের আবার গৃহহারা হতে হবে, এটা যেন আমরা সকলে ভুলে না যাই। দ্বিতীয়ত ঃ জেহাদি আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের উপর ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এখন তারা গোপনে শক্তি বৃদ্ধি করছে। শক্তি বৃদ্ধির পালা সাঙ্গ হলেই হিংস্র নখ-দন্ত নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে হু হু করে জঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে। তারা কেউ তালিবান, কেউ আই এস-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য এদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলছে না, খুলবেও না। কোন একটি সংগঠনের পক্ষে এতবড় জেহাদি হামলার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। চাই সমস্ত বাঙালি হিন্দুর জাগরণ। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে, নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে আজ সকলকে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে হাঁটতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ হিন্দু ঐক্য গঠন। এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বর্তমানে। রাজনৈতিক দলগুলো সেক্যুলারিজম -এর ধ্বজা তুলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। তাদের একপেশে মানসিকতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হিন্দুসমাজ। তাই রাজনীতিগত ভাবে যে দলেরই সমর্থক হোন না কেন, হিন্দু ঐক্য-র ব্যাপারে সকলকে এককাট্টা হতে হবে। 'হিন্দুর স্বার্থে হিন্দু সংহতি লড়ছে, লড়বে' - এ শুধু সমস্ত হিন্দু বাঙালীর মুখের ভাষা নয়, বুকের ভাষা হোক। পশ্চিম বাংলার মাটি আমার মা, পশ্চিমবঙ্গবাসী আমার সজ্জন, যে কোন মূল্যে আমরা তাকে রক্ষা করবো—এই সঙ্কল্পই আজ আমরা করি।

অপহৃত অসীমাকে জোর করে বেশ্যাবৃত্তিতে নামাল লাভ জেহাদী

যারা চোখ থাকতেও অন্ধ তারা দেখতে পাচ্ছেন না। লাভ জেহাদ একটি জ্বলন্ত সত্য। প্রেমের ফাঁদে ফেলে, নিজের পরিচয় লুকিয়ে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে দিকে দিকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাভ জেহাদের শিকার হিন্দু মেয়েদের পরিণতি হচ্ছে ভয়ঙ্কর। প্রত্যেকেই সারা জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে। একাধিক সতীনের সাথে ভাগ করে নিতে হচ্ছে স্বামীকে। সন্তান উৎপাদক করার যন্ত্র ছাড়া সেখানে তার আর কোন ভূমিকা নেই, নেই কোন অধিকার। কাউকে ভোগ করার পর বেশ্যাবৃত্তিতে নামানো হচ্ছে, কাউকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে দূর-দূরান্তের পতিতাপল্লী গুলিতে। এই ষড়যন্ত্রকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে সর্বতোভাবে। জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান ললিতা কুমার মঙ্গলম পর্যন্ত বললেন, 'লাভ জেহাদ হল মিডিয়ার প্রচার' অর্থাৎ বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ লাভ জেহাদ চলছে। এর প্রমান হিসাবে বহু তথ্য আমরা আগেও এই পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। এই সংখ্যায় আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার একটি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। পাথরপ্রতিমা থানা এলাকায় বাড়ী ১৭ বছরের অসীমা ভুঁইয়ার। চাকরী দেওয়ার অছিলায় ফোন করে স্থানীয় রামগঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে ডেকে পাঠায় জনৈক আশীষ দাস। ১৭ জুন অসীমা যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে দেখা করে আশীষ দাসের সঙ্গে। গাড়ীতে বসে কথাবার্তা বলার নামে অসীমাকে গাড়ীতে বসায় আশীষ। এরপর গলায় ছুরি ধরে ভয় দেখিয়ে কলকাতা নিয়ে আসা হয় অসীমাকে। সেখানে মাদক খাইয়ে অচৈতন্য করে কোন এক অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে সেখানে থেকে ফোন করে বাড়ীতে খবর দেওয়া হয় যে অসীমা বিয়ে করার জন্য পালিয়েছে, তাই চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

এরপর টাকার বিনিময়ে অসীমাকে বিক্রি করা হয় জনৈক সৈয়দ ফকরুদ্দিনের কাছে। ফকরুদ্দিন ও তার স্ত্রী অসীমাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য করে। অসীমা বাধ্য হয়ে সেই কাজ করলেও মন থেকে মেনে নিতে অসম্মত হয়। বশ করতে না পেরে ফকরুদ্দিন অসীমাকে ফিরিয়ে দেয় আশীষের হাতে। এই সময় অসীমা জানতে পারে যে, আশীষের আসল নাম সেখ আজিজুল। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে অসীমা বাড়ী ফিরে এসে সবকিছু জানায়। তার মুখে জানা যায় যে এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর পিছনে আছে একটি চক্র। তাকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখানে তার মত আরও ৮-১০ জন কিশোরী মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে। এদেরকে বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তির কাজে নামানো হয়েছে। গত ২২-১০-২০১৪ তারিখে পাথরপ্রতিমা থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কেস নং ঃ ২৮০-১৪; ---১৬৪২-১৪। থানায় অভিযোগ জানানোর পরে বিভিন্ন অপরিচিত নম্বর থেকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে অসীমার পরিবারকে।

দেগঙ্গায় গণধর্ষণ ঃ গ্রেপ্তার ২

গত ৮ নভেম্বর দেগঙ্গায় এক গৃহবধূকে গণধর্ষনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হয় এক আইনজীবী সহ মোট ২ জনকে। ধৃতদের নাম আসনালুজ্জামান ও আসানুর আলি। আসনালুজ্জামান পেশায় আইনজীবী। সূত্রের খবর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের নিস্পত্তির ব্যাপারে ঐ আইনজীবী দ্বারস্থ হয়েছিলেন ধর্ষিতা মহিলা। আইনী সহায়তা দেওয়ার অছিলায় সুযোগ বুঝে ঐ মহিলাকে ধর্ষণ করে ধৃতরা। ধৃতদের একদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মহাভারতের শিক্ষা

প্রসূন মৈত্র

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলাকালীন পান্ডবরা যে কয়টি সিদ্ধান্ত সমকালীন যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে নিয়েছিলেন, সেটি শিখন্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে পরাস্ত করাই হোক বা দ্রোণাচার্যের কাছে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তাঁর ছেলে অশ্বথামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য করাই হোক, সেটি নিরস্ত্র অবস্থায় কর্ণকে বধ করতে অর্জুনকে প্ররোচিত করাই হোক বা গদাযুদ্ধের সময় দুর্যোধনের ঊরুতে আঘাত করার জন্য ভীমকে ইঙ্গিত করাই হোক, সেই সবকটি সিদ্ধান্তের পিছনেই শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাকে যুগাবতার বলা হয়, যিনি যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম অনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি কেন নিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রতিটি ঘটনাকে বিক্ষিপ্তভাবে না দেখে সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল ধর্ম আর অধর্মের মধ্যে, ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে। সে যুদ্ধে পান্ডব এবং তাঁদের পক্ষে যারা লড়াই করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন ধর্মের অনুসারী। অপরদিকে কৌরববাহিনী ছিল অধর্মের প্রতীক। তাই ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৌরবদের পরাজয় ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। আর ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ বা দুর্যোধনের মত মহারথীরা বেঁচে থাকলে সেই অভীষ্ট লক্ষ্য অধরাই থেকে যেত। তাই তাঁদের মৃত্যু ছিল লক্ষ্যপূরণের পূর্বশর্ত। ইংরাজিতে একটা কথা আছে - End justifies the means। শ্রীকৃষ্ণ এই আপ্তবাক্যটিরই ব্যবহারিক রূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

আজকের দিনে আমরা যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে পূজা করি, তাদের কতজন শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহারিক শিক্ষা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করি? কেন আমরা আজকের শাসকশ্রেণির কর্মকে অবজ্ঞা করে শুধু তাদের নামের কৌলিণ্যে মগ্ন রয়েছি? কারুর ব্যক্তিত্ব বা পূর্বকর্মই যদি তাকে বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি হত, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কেন পান্ডবদের যুদ্ধের নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ বা দুর্যোধনের মত মহারথীদের বধ করতে প্ররোচিত করলেন? এটাই ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ভারতবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে পূজা করেছে, তাঁর নামে মন্দির বানিয়েছে, কিন্তু নিজেদের জীবনকে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত করেনি। আর তারই পরিণতিতে আজও তারা অধর্মের শাসনের অধীন হয়ে নিজেদের নিয়তিকে দোষারোপ করে চলেছে। বেদব্যাস বর্ণিত (রচিত নয়) মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বারংবার কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ধর্মকে গতিশীল ও রাষ্ট্রমুখী করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু হায়! তাঁকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করতে ব্যস্ত আমরা শুধু তাঁর পূজাই করে গেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেইনি।

ISIS-র শিশুদের খেলার বল হয়েছে কাটা মুন্ডু

কয়েক দিনের পুরানো কাটা মুন্ডু। চোখ, মুখ বোঝার উপায় নেই, কারণ তাতে পচন ধরেছে। আর তাতেই লাথি মারার চেষ্টা করছে একটি শিশু। দাঁড়ানোর বয়স হয়নি তার। কিন্তু তাতে কী? বাবা তাকে তুলে ধরে ওই মুন্ডুতে কীভাবে লাথি মারতে হয় শেখাচ্ছে। শিশুর মুখে অবুঝ হাসি, আর বাবার মুখে হিংস্র আনন্দ। শত্রুর কাটা মুন্ডু এখন তার ছেলের খেলার ফুটবল। আনন্দ ধরছে না ওই আই এস (ইসলামিক স্টেট) জঙ্গির। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট করা ছবিটি দেখলে তেমনিই মনে হয়। কারও কারও ধারনা ছবিটি সম্ভবত সিরিয়ার রাক্কা শহরের। আর কাটা মন্ডুটি সিরিয়ার কোন সেনার। প্রসঙ্গত! উল্লেখ্য, আই এস জঙ্গি ও সিরিয়ার সেনা উভয়ই একই সম্প্রদায় ভুক্ত।

ছবিটির সত্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে। তবে যারা আই এস -এর অত্যাচার সম্পর্কে সামান্য খবর রাখেন, তারা জানেন এমনটা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। রাক্কা শহর দখল করার পর এভাবে বহু নিরীহ মানুষকে মেরে দিচ্ছে আই এস জঙ্গিরা, তা জানা। ফি- দিন গণহত্যা চলে সেখানে। রাস্তার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে কাটা মুন্ডু, দেহ। কেউ ফিরেও তাকায় না। তবে শিশু কিশোরদের যে ভাবে এই হত্যালীলার দর্শক করে আই এস, তা ভেবেই শিউরে উঠছে সমস্ত দুনিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ার আর একটি ছবিতে দেখা গেছে হাত-পা বাঁধা মুন্ডহীন দেহ পড়ে আছে খোলা রাস্তায়। তার কোলেই সাজানো তার কাটা মুন্ডু, আর ঘিরে দাঁড়িয়ে জনাদশেক কিশোর। এই বর্বরোচিত হত্যালীলায় সারা পৃথিবী এখন শিউড়ে উঠেছে। সারা পৃথিবী এই নারকীয় ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। 'পিপিলস এগেনস্ট আই এস আই এস' নামক এক সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিবাদী গ্রুপ আই এস জঙ্গিদের এই নৃশংস হত্যালীলা-র ছবি পোষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে এক সার্বিক জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। আই এস জঙ্গিরা ইরাক-মিডিয়ার চৌহদ্দি পেরিয়ে একবার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লে তা যে কতখানি আতঙ্কের হবে, তা জানানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের বাসিন্দাদের হত্যার হুমকি দিয়েছে তারা। অন্যরাও তাদের নিশানা থেকে ছাড় পাবে না, তা জানিয়েছে আই এস জঙ্গিরা।

৬-ই ডিসেম্বর

হিন্দু শৌর্য দিবস

পবিত্র রামজন্মভূমিতে

রামমন্দির স্থাপন

প্রতিটি হিন্দুর নৈতিক দায়িত্ব

স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় দুই যোদ্ধা (১)

তপন কুমার ঘোষ

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের বিষয়ে সকলেই কমবেশী জানেন। তারপর স্বাধীন ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় প্রথম শহীদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী -এটাও অনেকে জানেন। স্বাধীন ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় আরও কয়েকজনের অবদানের কথা অনেকে হয়তো জানেন না। ইংরেজ আমাদের দেশটাকে শুধু ভাগই করে গেল না, যাওয়ার সময় আমাদের এই বাকি ভারতটুকুও যাতে খন্ড বিখন্ড হয়ে যায় তার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র ও জোরালো ব্যবস্থা করে গেল। গান্ধি-নেহেরুকে সহচর করে পাকিস্তানের দাবীদার মুসলমানদেরকে এদেশে রেখে দিয়ে পাকিস্তানের বীজটাকে রেখে দিয়ে গেল। আর তার সঙ্গে ৫৬৩ টা দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীন করে দিয়ে গেল যাতে তারা তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ইত্যাদি বেশ কয়েকটি মুসলিম নবাবের রাজ্য ছিল যাদের মনোভাব পুরোপুরি পাকিস্তানপন্থী ছিল। এছাড়া কিছু কিছু রাজাদেরও মনে যে দুরভিসন্ধি ছিল না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই ৫৬৩ টির মধ্যে ৫৬২ টি রাজ্যের ভারতভুক্তি করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের। ব্যতিক্রম শুধু কাশ্মীর। কাশ্মীরকে নিয়ে নেহেরুর বদমাইশির মূল্য আজও আমরা দিয়ে চলেছি। সুতরাং খন্ডিত স্বাধীন ভারতের অখন্ডতা নির্মাণে প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদের পর স্বাধীন ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় আরও দুজন মহাপুরুষের অবদানকে তুলে ধরার চেষ্টা এই লেখায় করব। প্রথমজন ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর ও দ্বিতীয়জন দত্তোপন্থ ঠেংড়ী। প্রথমজনের নাম সকলেই জানেন। তাঁর অবদান কেউ মানেন, কেউ মানেন না। আর দ্বিতীয়জনের নামই অনেকে জানেন না সঙ্ঘ পরিবারের বাইরে।

একথা বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না যে দেড়শো-দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনে ভারত অনেকটাই একটা রাজনৈতিক একক হিসেবে রূপধারণ করেছিল। অর্থাৎ আমরা পরাধীন হলেও দেশে রাজনৈতিক (বা রাষ্ট্রনৈতিক) একতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একটা দেশকে এক রাখতে গেলে শুধু রাজনৈতিক একতাই যথেষ্ট নয়। তার জন্য সামাজিক একতা, অর্থনৈতিক একতা এবং আরও কিছু বস্তুর প্রয়োজন হয়। এই একতাগুলির জন্য একটা ন্যূনতম সমতা বা সাম্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, সামাজিক সমতা ও অর্থনৈতিক সমতা। এদুটির যদি খুব বেশী পরিমাণে ঘাটতি থাকে তাহলে দেশকে এক রাখা কঠিন হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সামাজিক সমতার যথেষ্ট অভাব ছিল। এই বৈষম্যের দাপট এখন আর ততটা নেই, কিন্তু মুছেও যায় নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হিন্দু সমাজের ভিতর এই প্রচন্ড সামাজিক বৈষম্য আমাদের দেশকে আবার খন্ডিত করে দিতে পারতো।

হিন্দু সমাজের সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা গোটা ভারতেই ব্যাপ্ত ছিল, কোথাও বেশী কোথাও কম। কিন্তু সমাজের নিচের অংশ কোথাও তেমন সংগঠিত ছিল না। মধ্যযুগ থেকে বেশ কিছু ধর্মগুরু বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সমাজের এই নিচের অংশের মধ্যে ধর্মভাব ও ভক্তিভাব তৈরীর চেষ্টা করছেন। তার ফলও ফলেছে। কিন্তু এই অংশকে আলাদাভাবে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা কেউ করেন নি। দক্ষিণ ভারতে এই চেষ্টা প্রথম শুরু করেছেন রামস্বামী নাইকার যাঁকে দলিতরা মুক্তিদাতা বা 'পেরিয়ার' (তামিল শব্দ) বলে সম্বোধন করত। এটা আধুনিক যুগের বা উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। পেরিয়ার এই শ্রেণীকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেন নি, সেই ঐক্যকে রাজনৈতিক রূপও দিয়েছিলেন যার নাম দ্রাবিড় কাজাঘাম পার্টি। এই দলেরই উত্তরসূরী বর্তমানে ডিএমকে, এডিএমকে, পিএমকে প্রভৃতি দলগুলি।

উত্তর ভারতে তখন দলিতরা উচ্চবর্ণের দাপটে অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন। পূর্বভারতে সামাজিক বৈষম্যের দাপট বেশ খানিকটা কম। তার কারণ অনুসন্ধান অন্য সময় করা যাবে। বাকী থাকল মধ্য ও পশ্চিম ভারত। এখানেও দলিতদের সংখ্যা অনেক বেশী এবং বৈষম্যও যথেষ্ট। এর মধ্যে মূলতঃ মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং কর্ণাটক ও অন্ধ্রের মহারাষ্ট্র লাগোয়া উত্তরাংশ। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় দলিতদের কথা ও তাদের প্রতি সামাজিক বৈষম্যের কথা আমরা বেশ কিছুটা জানতে পেরেছি ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবনকে উপলক্ষ করে। সেই বৈষম্য, দলিতদের সেই ব্যথা-বেদনা, অপমান ও লাঞ্ছনার কাহিনীতে আজকে যাব না। কিন্তু তা যে সমাজের একটা বিরাট অংশের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল সেটা বোঝা খুবই দরকার। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদের সংখ্যা কোটিতে গুনতে হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর তপস্যায় বাবাসাহেব হয়ে উঠলেন এই বিরাট সংখ্যক মানুষের আশা ভরসার কেন্দ্র, বৈষম্য থেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যদিও একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক স্কুলছাত্র ভীমরাওকে নিজগৃহে রেখে পড়াশোনা করিয়েছিলেন এবং সবরকম সাহায্য করেছিলেন (আম্বেদকর তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কখনও ভোলেন নি) তবুও মহারাষ্ট্রের উচ্চবর্ণ শেষ পর্যন্ত আম্বেদকরকে স্বীকৃতি দেয় নি। তাই তাঁকে ভারতের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়েছিল আমাদের এই পোড়ার বাংলার যোগেন মন্ডলের দলের (সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন) টিকিটে। এ থেকেই খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে মহারাষ্ট্র বা মধ্য ও পশ্চিম ভারত আম্বেদকরের প্রতি কী ব্যবহার করেছিল।

খুব ছোটবেলা থেকে বৈষম্যের চাবুক খেতে খেতে আম্বেদকরের মন যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠেছিল, সহজে ভেঙ্গে পড়ার মত ছিল না। কিন্তু ১৯২৭ সালে মাহাড়ে 'চৌদার তালাও' সত্যাগ্রহের পর ঐ শক্ত মনও ভেঙ্গে পড়ল। কিছুটা মহাভারতের কর্ণের মত তিনি ঘোষণা করলেন- জন্মে তাঁর হাত ছিল না, তাই হিন্দু সমাজের জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু এই সমাজে থেকে হবে না। অর্থাৎ তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করবেন। তাঁর এই ঘোষণা সামগ্রিক হিন্দু সমাজকে কোন নাড়া দিতে পেরেছিল কিনা জানি না, কিন্তু মুসলিম মৌলবী ও খ্রীষ্টান যাজকদেরকে প্রচন্ড প্রলুব্ধ করে তুলল। আম্বেদকরকে যদি মুসলমান বা খ্রীষ্টান করা যায় তাহলে ভারতের এক বিরাট সংখ্যক দলিত শ্রেণীর মানুষকে ধর্মান্তরিত করা যাবে। তাই ঐ মৌলবী ও যাজকরা আম্বেদকরের পিছনে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু আম্বেদকর তাদের এড়িয়ে যেতে লাগলেন। ধর্মপরিবর্তনের জন্য তাঁর কোন তাড়া দেখা গেল না। এমন কি তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী হায়দ্রাবাদের নিজাম আম্বেদকরকে বিরাট প্রলোভন দিয়ে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আম্বেদকর তাতেও কোন সাড়া দেননি।

দেশ স্বাধীন হল। ইতিমধ্যে বহু ঘটনায় ও গান্ধির সঙ্গে সংঘর্ষে আম্বেদকরের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রখরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁকে আর অবজ্ঞা করা যাচ্ছে না। তাই সামাজিক হিন্দু স্বীকৃতি না দিলেও রাজনৈতিক ভারত তাঁকে কিছুটা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অনেকটাই পড়ল। সে কাজ তিনি সাফল্যের সঙ্গে করলেন। প্রথম জাতীয় মন্ত্রীসভায় (কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা নয়) তিনি আইনমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হলেন। হিন্দু কোড বিল নিয়ে নেহেরুর সঙ্গে মত পার্থক্যের জন্য মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগও করলেন। ইতিমধ্যে লিখেছেন বেশ কিছু মূল্যবান বই ও প্রবন্ধ। জ্ঞানের জগতে তাঁর অন্যতম অবদান -তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসে নি। ভারতই তাদের আদি বাসভূমি এবং আর্য-অনার্য দুটি আলাদা জাতি নয়, একই জাতি। এছাড়া ভারতে হিন্দু মুসলিম সমস্যা এবং প্রস্তাবিত পাকিস্তান বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ 'Thoughts on Pakistan' তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও যুক্তিবাদী মনের স্পষ্ট পরিচয়।

আম্বেদকরের শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। বিদায়ের দিন এগিয়ে আসছে। তাঁর সচেতন অনুগামীরা অধৈর্য হয়ে পড়ছে- বাবা সাহেব যে বলেছিলেন তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করবেন, হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৈষম্য লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে আমরা মুক্তি পাব, তা কবে হবে? তাদের মধ্যে হয়তো অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। আম্বেদকর তা অনুভব করতে পারছিলেন। তাছাড়া প্রতিজ্ঞা তো আছেই। ১৯৫৬-র ৬-ই ডিসেম্বর তাঁর অন্তিম দিন, শেষ যাত্রা। তার মাত্র দেড় মাস আগে ১৪-ই অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিনটিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য। নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে (পরে এই নাম হয়েছে) সেদিন লক্ষ লক্ষ দলিতের মহাসমাবেশ। আম্বেদকর বেছে নিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্মকে, যে ধর্মের উৎপত্তি এই ভারতভূমিতে। যে ধর্ম গ্রহণ করলে এই ভূমির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করতে হবে না। বৌদ্ধধর্ম হল হিন্দুধর্মের হৃদয়। কুশীনগর থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাস্থবির চন্দ্রমণি এসেছেন আম্বেদকরকে দীক্ষা দিতে। সেই ভিক্ষুর আদেশ মতো মঞ্চ থেকে আম্বেদকর ঘোষণা করলেন, তিনি আর তাঁর কুলদেবতার পূজা করবেন না। এই ঘোষণার সময় তাঁর চোখের জল বাধা মানল না। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ লক্ষ মানুষ বলে উঠলো "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"। লক্ষ মানুষ প্রচলিত অর্থে ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল- এদেরকে বলা হল নববৌদ্ধ। সেই দিনটা আজও কোটি কোটি দলিতের কাছে পবিত্র দিন। এই দিন আজও তারা নাগপুরের সেই দীক্ষাভূমিতে যায়। তারা যে এখনও কতটা বৌদ্ধ আছে তা বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু এদিনটা তাদের কাছে মুক্তির প্রতীক। ১৯৮৮ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের জন্মশতাব্দী প্রারম্ভ অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি প্রথম জানতে পেরেছিলাম যে বিজয়া দশমীর দিনটায় নাগপুর শহর দলিতদের।

ঐ ঐতিহাসিক দিনটির মাত্র একমাস ২২ দিন পর আম্বেদকর পৃথিবী ছাড়লেন। প্রতিজ্ঞাপালন করতে সময় নিয়েছিলেন ১৯ বছর। এ থেকে কি কিছু বোঝা যায় না? অন্যরা বুঝবেন কিনা জানি না, আমি বুঝেছি যে আম্বেদকর অত্যন্ত অনিচ্ছায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। এবং তাও শুধু প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য নয়। তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন- "এই বিরাট সংখ্যক মানুষ আমাকে অনুগমন করছে। আমি মৃত্যুর পর যদি তাদের সামনে কোন পথ স্পষ্টভাবে না দিয়ে যেতে পারি, তাহলে তারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হবে। তাই আমার এই সিদ্ধান্ত"। অর্থাৎ নিছক প্রতিজ্ঞাপালন নয়। তার থেকেও অনেক বড় কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর এই পদক্ষেপ।

এইবার একটু পর্যালোচনা করতে হবে সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতটিকে। ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব দুই প্রান্তে দুটি ইসলামিক ভূখন্ডের উদয় হয়েছে। এই দুটি ভূখন্ড ভারত থেকে পৃথক হয়েছে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। কিন্তু পাকিস্তানের বীজটি ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নয়, প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে। এটা আমার কথা নয়, জিন্নার কথা। জিন্না বলেছিলেন, "যেমন চিতাবাঘের বাচ্চাকে বন থেকে তুলে আনা যায় কিন্তু তার মন থেকে বনকে মুছে ফেলা যায় না, ঠিক তেমনি ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে যে পাকিস্তানের স্বপ্ন আছে তাকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না'। এই জিন্নারই আর একটি বক্তব্য, 'ভারতে যে দিন প্রথম ব্যক্তিটি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে সেদিনই প্রথম পাকিস্তানের বীজ পোঁতা হয়ে গিয়েছে'। সুতরাং ভারতের পশ্চিমে ও পূর্বে পাকিস্তান গঠিত হলেও পাকিস্তানের বীজ থেকে গেল ভারতের সর্বত্র। তার মধ্যে একটু বেশী পরিমাণে থেকে গিয়েছিল হায়দ্রাবাদে। সেখানকার নিজাম হায়দ্রাবাদকে সহজে ভারতভুক্ত হতে দেন নি। কারণ তার টাকার জোরটাও ভাল ছিল। মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশেও মুসলমান ছিল, কিন্তু খুব বেশী সংখ্যায় নয়।

আম্বেদকর যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর বহু লক্ষ অনুগামী মুসলমান হয়ে যেত। আবার তিনি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নাও করতেন এবং হিন্দু থেকেই মৃত্যুবরণ করতেন, তাহলেও তাঁর অনুগামীরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হত। কারণ চৌদার তালাও সত্যাগ্রহের পর আম্বেদকর স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, হিন্দু সমাজের কাছ থেকে তিনি আর সমবিচার বা সমমর্যাদা আশা করেন না। তাই আর তিনি হিন্দু সমাজের দরজায় কড়া নাড়বেন না। আর তিনি মন্দির প্রবেশের আন্দোলন করবেন না। এই ঘোষণার পর যদি তিনি হিন্দু থেকে মৃত্যুবরণ করতেন তাহলে অনুগামীরা মনে করত যে, বাবাসাহেব সমস্যাকে চিহ্নিত করে গেছেন কিন্তু সমাধানের কোন পথ দেখিয়ে যান নি। তাই তাদেরকে নিজেদেরকেই পথ খুঁজে নিতে হবে। আর তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য কোরান, বাইবেল ও বিপুল টাকার থলি নিয়ে বসেছিল হায়দ্রাবাদের নিজাম ও গীর্জার পাদ্রীরা। সেই অনুগামীদের একটা ছোট বা বড় অংশ যদি মুসলমান হয়ে যেত তাহলে পশ্চিম ও পূর্বভারতের মত দক্ষিণ-মধ্য ভারতে আর একটা ইসলামিক ভূখন্ডের উদয় হত -এটা আমার ধারণা। করাচি, লাহোর থেকে হাওয়া দেওয়ার কোন ঘাটতি হত না। সুতরাং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মত একটি দক্ষিণ পাকিস্তান নির্মাণ হত। অথবা হায়দ্রাবাদের নিজামের ধন ও অহংকারের জন্য সেটা হয়তো দক্ষিণ পাকিস্তান না হয়ে অন্য একটি স্বতন্ত্র ইসলামিক দেশও হতে পারতো। এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে আম্বেদকর তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন বলে আমি মনে করি। কারণ তৎকালীন ভারতে আর কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধার্মিক নেতার তাঁর মত ইসলাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ছিল না। ইসলাম ও ইসলামিক ইতিহাস এবং ভারতে তার পরিণাম সম্বন্ধে আম্বেদকরের জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনাবলীর অষ্টম খন্ডে অথবা তাঁর লেখা Pakistan or Partition of India বইতে পাওয়া যায়। তাই আমার ধারণা, আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী ও গোঁড়া ইসলামের চরিত্রকে

(শেষাংশ ৪র্থ পাতায়)

আরীব মজিদরা জেলের বাইরে থাকলে আমরা অনেকেই নিরাপদ নই

তসলিমা নাসরিন

আরীব মজিদ একটা আইসিস জঙ্গি। আইসিস সম্পর্কে কাউকে ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন আছে? আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ মানুষ জানে আইসিস কারা। আইসিসরা অবশ্য ঘন ঘন তাদের নাম পাল্টায়। আইসিসকে কেউ বলে আইসিল, কেউ বলে আই এস বা ইসলামিক স্টেট। আমি অবশ্য আইসিসই বলি। আমরা টিভিতে বা ইউটিউবে দেখেছি, আইসিসরা হাজার হাজার মানুষকে কী করে আল্লাহর নামে জবাই করছে, কী করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে। শিয়া, ইয়াজেদি, ক্রিশ্চান, এমনকী সেই সুন্নিরা যারা আইসিসের বর্বরতা মেনে নিচ্ছে না– সবাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে আইসিস-খুনীদের দু'সেকেণ্ড সময় লাগে না। এমন এক ভয়ংকর বর্বর সন্ত্রাসী আরীব মজিদ সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছে ভারতে। সে আইসিসে যোগ দিয়েছিল এ বছরের মে মাসে। মানুষ খুন করার ট্রেনিংও নিয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৫ জনকে নাকি খুন করেছে। আল্লাহু আকবর বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অর্ধশতাধিক মানুষকে সে জবাই করেছে অথবা তাদের মাথা লক্ষ করে গুলি ছুড়েছে। হয়তো সংখ্যাটা আরও বেশিই হবে। ছ'মাস তো নেহাত কম সময় নয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য। আরীব মজিদ ইরাকে আর সিরিয়ায় মানুষ হত্যার মিশন ছেড়ে ভারতে ফিরেছে কারণ, তার শরীরে গুলি লেগেছে, খুন খারাবি করার যোগ্যতা আপাতত সে হারিয়েছে। অগত্যা ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। এও শোনা যাচ্ছে, ৫৫ জনকে খুন করার পরও তাকে টাকা পয়সা দেওয়া হয়নি, সে কারণেই নাকি ফিরেছে সে। তার এই দাবি জানিনা কতটুকু সত্য। একটু ধন্দে পড়ি। কারণ প্রতিদিন সে দলটি তেল বিক্রি করে দশ লক্ষ ডলার পাচ্ছে, সেই দলটির পক্ষে সন্ত্রাসীদের মাসোহারা দেওয়া মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। আইসিসই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সন্ত্রাসী দল।

আরীব মজিদকে নিরীহ ভাবার কোনও কারণ নেই। আরীবের বাবা বলছেন, আরীবকে নয়, আরীবের মগজধোলাই যারা করেছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। চমৎকার প্রস্তাব, কিন্তু মুশকিল হলো, আরীবের মগজধোলাই যারা করেছে, তাদেরও তো মগজধোলাই কেউ না কেউ করেছে। আবার সেই কেউ না কেউ-এর মগজধোলাইও অন্য কেউ করেছে। মগজধোলাই-এর উৎস খুঁজতে গেলে আমরা কিন্তু পৌঁছোবো ইসলামের পবিত্র গ্রন্থে, কোরানে আর হাদিসে, শাস্তি তো কোনও গ্রন্থকে দেওয়া যাবে না। কারণ গ্রন্থ নিতান্তই প্রাণহীন বস্তু। গ্রন্থের ভেতরে যা থাকে, যে ধারণা যে ভাবনা, যে বিশ্বাস, যে আদর্শ- সেগুলো ভয়ংকর। সেগুলোকেও শাস্তি দেওয়া যায় না। রচয়িতাকে শাস্তি দেওয়ার কথা কেউ হয়তো ভাবে, সেটিও আবার বাক স্বাধীনতার পরিপন্থী। রচয়িতার কথা বলে লাভ নেই, রচয়িতার কোনও হদিশ এ যুগে পাওয়া যাবে না। কেউ বিশ্বাস করুক না করুক, সত্য কথা হলো, কোরানে একশ নটা আয়াত আছে যেসব আয়াতে অমুসলিম বা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কোরানের (২ ঃ ১৯১-১৯৩), (২ ঃ২১৬), (৩ ঃ ৫৬), (৩ ঃ ১৫১), (৪ ঃ ৭৪), (৪ ঃ ৮৯), (৯ ঃ ৭৩), (৯ ঃ ১১১), (৬৬ ঃ ৯) – এরকম অসংখ্য আয়াত বলছে, যেখানেই অবিশ্বাসীদের দেখবে, সোজা মেরে ফেলবে। অবিশ্বাসী তারা যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। অসংখ্য সহি হাদিসও রয়েছে যেসবে বর্ণনা করা হয়েছে কী করে ইসলামের নবী অতর্কিতে অবিশ্বাসীদের ওপর আক্রমণ করতেন।

ইতিহাস থেকে ভালো মন্দ জ্ঞান নিই আমরা। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যে কাজকে আমরা মন্দ বলি, সেই কাজকে দোযখের ভয়ে অথবা বেহেস্তের লোভে, অনেক লোক আছে, মন্দ বলে না। মানুষকে, শুধু তার ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস বলে, বা কোনও ধর্মে বিশ্বাস নেই বলে, বা শুধু ইসলামে অবিশ্বাস বলে, মেরে ফেলার কথা ইসলাম ছাড়া আর কোনও ধর্ম বলেনি। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নারীবিরোধ আছে, মানবাধিকারের বিপক্ষে অজস্র কথা আছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের বেশির ভাগ মানুষ আক্ষরিক অর্থে সেইসব শ্লোক এখন আর গ্রহণ করে না। দেশে দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার আর বাক স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে আইন তৈরি হয়েছে, সংবিধান রচিত হয়েছে। ব্যাতিক্রম শুধু মুসলিম দেশগুলোয়। দেশগুলোয় মৌলবাদী নয়, সন্ত্রাসী নয়, এমন মুসলিমের সংখ্যা প্রচুর হলেও ইসলামের বৈষম্যমূলক আইনকে এবং নারীবিরোধকে অস্বীকার করার প্রবণতা কিন্তু খুবই কম। আল্লাহ বলেছেন, মুসলমান হওয়া মানে কোরান আর হাদিসের প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্বাস করা। এই অবস্থায় কোন মুসলমানের সাধ্য আছে বিশ্বাস না করার!

মুসলমানরা যদি আক্ষরিক অর্থে কোরান হাদিসকে না নিত, যদি অশিক্ষিত মোল্লাদের ইসলাম শিক্ষার গুরু বনার সুযোগ দেওয়া না হতো, যদি মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর জায়গা হিসেবে বা মগজধোলাইয়ের কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা না হতো, তাহলে আমরা হয়তো অন্য এক সমাজ দেখতে পেতাম। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নতুন যুগের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। কেবল বিবর্তিত হতে গিয়ে মাঝপথে আটকে রয়েছে মুসলিম সমাজ।

আরীব মজিদ একা নয়, ভারতের আরও মুসলিম তরুণ ইরাক ও সিরিয়ার সন্ত্রাসী দল আইসিসে যোগ দিয়েছে। শাহীন তাংকি, ফরহাদ শেখ, আমান টাণ্ডেল। এরা আরীবেরই বন্ধু। আরীব মজিদ দেশে ফিরলেও বাকিরা ফেরেনি। আরীবের শরীরে যদি গুলি না লাগতো, তাহলে সে ফিরতো না। একের পর এক সে মানুষকে জবাই করে যেতো। আরীব বলেছে, তার বা তার বন্ধুদের মগজধোলাই কেউ করেনি। তারা নিজেরাই ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসে যোগ দেবে। তারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীর সব মুসলিমের দায়িত্ব ইসলামি দুনিয়া কায়েম করা, যে দুনিয়ায় মুসলিম ছাড়া আর কারও স্থান নেই। অমুসলিমের জগতকে ধীরে ধীরে মুসলিমের জগতে পরিবর্তিত করার মহান দায়িত্ব, আরীব বিশ্বাস করে, তার আর তার বন্ধুদের মতো তরুণ প্রজন্মের। সে যাক, আমাদের ভুললে চলবে না, আরীব কিন্তু এমন একটা দেশের নাগরিক, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অমুসলিম, হিন্দু। আইসিসের আদর্শে আরীব দীক্ষিত হয়েছে, সুতরাং আরীব ভালো করেই জানে আইসিসের আদর্শে কোনও অমুসলিমের ঠাঁই নেই, কোনও নাস্তিকের, কোনও আইসিসবিরোধীদের স্থান নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, আরীব কি কোনও শাস্তি পাবে না? এখানেই আশংকা। ভারতে আইসি আরীব মজিদকে নিরীহ ভাবার কোনও কারণ নেই। আরীবের বাবা বলছেন, আরীবকে নয়, আরীবের মগজধোলাই যারা করেছে, তাদের শাস্তি

শেষাংশ ৭ পাতায়

বারাসতে অনুষ্ঠিত হল
হিন্দু সংহতির উঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

গত ২৬ নভেম্বর বারাসতের সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সংহতির উঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ এবং সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়।

তাজা বোমা-সহ গ্রেপ্তার কুখ্যাত সমাজবিরোধী

২ ডিসেম্বর পলতা এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী আতিয়ার রহমান ওরফে ছোটকাকে ১০ টি তাজা বোমা সহ গ্রেপ্তার করে টিটাগড় থানার পুলিশ। শান্তিনগর এলাকায় বোমাগুলি জড়ো করেছিল সে। পরের দিন ব্যারাকপুর কোর্টে তোলা হলে তাকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই আতিয়ার রহমান তৃণমূলের আশ্রিত একজন সমাজবিরোধী বলেই এলাকায় কুখ্যাত। স্থানীয় লোকেদের কথায় মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টি এম সি-র উপ প্রধান নির্মল করের ছত্রছায়ায় এলাকায় গুন্ডামি করে বেড়ায় সে। ভোটের সময় পার্টির সক্রিয় কর্মকর্তা হিসেবে তাকে দেখতে অভ্যস্ত এলাকার মানুষ।

আই এস প্রতিরোধে জঙ্গিদল
অস্ত্র তুলে নিল কুর্দরা

জঙ্গিদের ঠেকাতে পাল্টা জঙ্গিদল গঠন করল কুর্দরা। সমগ্র বিশ্বের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেও কার্যকারী সহযোগিতা না পেয়ে অবশেষে অস্ত্র হাতে তুলে নিল কুর্দ সম্প্রদায়ের মানুষ। সিরিয়া-তুরস্ক সীমায় কোবান শহর। আই এস জঙ্গিদের তান্ডবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত কুর্দদের বাসভূমি কোবান। পায়ের তলার মাটি আই এস জঙ্গিদের দখলে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় এবার ঘুরে দাঁড়ালো তারা। শত্রুর হাত থেকে নিজের মাটি ছিনিয়ে নিতে হবে। আর অন্যের সাহায্যের আশায় বসে থাকা নয়। এ লড়াই নিজেদেরকেই লড়তে হবে। তাই রক্তের বদলে রক্ত, শিরের বদলে শির। তাই হাতে অস্ত্র নিয়ে কোবান দখলের অভিযান শুরু সাধারণ কুর্দ জনতার। তবে এই লড়াই শুধু কোবান দখল করেই থেমে যাবে না। চাই স্বাধীন কুর্দিস্থান। এই লড়াইয়ে কেবল পুরুষেরাই নয়, মহিলারাও ময়দানে নামতে পিছপা হন নি। আত্মঘাতী হামলা পর্যন্ত করছেন তারা। মহিলাদের বাহিনী তৈরী হয়েছে। ওই বাহিনীর এক প্রধানের কথায়, "আমরা যদি সংসার চালাতে পারি, বাজার করতে পারি, তবে কঠিন সময়ে অস্ত্রও হাতে তুলে নিতে পারি।" জনৈক স্কুল শিক্ষিকার কথায়, "আমাদের মাটি এরা কেড়ে নিচ্ছে। আমরা কি চুপ করে থাকবো? আমাদের লড়াই অমরা লড়বই, কেউ সাহায্য করুক বা না করুক।" জঙ্গি হটাতে পাল্টা জঙ্গি আন্দোলনকেই তারা এখন একমাত্র পথ বলে মনে করছে।

চোপড়ায় ছাত্রের যৌননিগ্রহ, ফাদার গ্রেপ্তার

ইসলামপুর এলাকার চোপড়া থানার কালাগছে একটি মিশনারী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে পুলিশ এক মিশনারী ফাদারকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম বেনেডিক্ট অ্যান্টনি। শিশুনিগ্রহের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অভিভাবকরা স্কুলে বিক্ষোভ দেখায়। ইসলামপুরের এস ডি পি ও সুবিমল পাল বলেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৩য় পাতার শেষাংশ)

স্বাধীন ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় দুই যোদ্ধা

তিনি সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলে ভারতকে বাঁচাতেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের চরিত্র এবং পাকিস্তানের আসল বীজটিকে তিনি নির্ভুল ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন তা আজ আমরা আরো ভালভাবে বুঝতে পারছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশ ভাগের সময় তিনিই একমাত্র জাতীয় স্তরের নেতা ছিলেন যিনি স্পষ্টভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা বিনিময় করতে বলেছিলেন। তাঁর ঘোষিত মত ছিল-জনসংখ্যা বিনিময় না হলে দেশ ভাগের প্রক্রিয়াটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর কথা যে কতখানি সত্য ছিল তা আমরা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। সুতরাং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পর স্বাধীন ভারতের অখন্ড তায় ডঃ ভীমরাও বাবা সাহেব আম্বেদকরের অবদান বিরাট বলে আমি মনে করি। (ক্রমশঃ)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

লাভ জেহাদের আদ্যোপান্ত ঃ মহসিনা খাতুন

গবেষকদের নজরে এলো যে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইসলামে ধর্মান্তরের সংখ্যা বাড়ছে। সঙ্গে ছিল ইসলামী প্রচারকদের গর্বভরা 'খ্রিষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ'-এর দাবী। এটাও লক্ষ করা গেল যে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের বেশি এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগটাই প্রেম এবং বিবাহ-বশত ধর্মান্তরিত।

পাশ্চাত্যে ঘটনার সত্যটা নিয়ে প্রথম দিকে মানুষের মনে সন্দেহ থাকলেও একের পর এক ঘটনার পরিপেক্ষিতে খ্রিস্টান, হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সকল ধর্মীয় সংগঠন গলা মেলাতে শুরু করে ২০০৫ সাল নাগাদ। ফলে দিবালোকের মতো পরিস্কার হয়ে গেল বিষয়টা। বিভিন্ন সংগঠন একের পর এক অনুসন্ধান চালিয়ে সেই সব গ্রুপগুলোর লিস্ট তৈরি করতে শুরু করলো। এদের 'গ্রুমিং গ্যাং', 'লাভার বয় গ্যাং' বা 'রোমিও গ্যাং' বলা হতে শুরু করলো। কিন্তু দুই একটি সদস্য পৃথক ভাবে গ্রেফতার হলেও একে কোন ভাবেই রুখতে পারা গেল না। কেননা কোন সেক্যুলার সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরাসরি এমন কোন আইন থাকতে পারে না যাতে করে একে রুখে দেওয়া যায়।

এই একই ঘটনা নিঃসাড়ে ঘটে চলেছিল ভারতেও। দক্ষিণ ভারতে ২০০৫-০৬ সাল থেকেই ধারাবাহিক ভাবেই বেড়ে চলছিল হিন্দু ও খ্রিস্টান টিনএজ (১৫ থেকে ১৯ বছরের) মেয়েদের ধর্মান্তরের সংখ্যা। আর অস্বাভাবিক ভাবে সেগুলি সবই প্রেম-বিবাহের মাধ্যমে। কিন্তু প্রথম অফিশিয়াল স্বীকৃতি এলো অনেক পরে --২০০৯ এর ফেব্রুয়ারিতে। কিছুদিন ধরে চলে আসা কিছু অভিযোগের পুলিশি তদন্তের ভিত্তিতে 'কেরালা কউমুদি' নামক কেরলের শতবর্ষ ধরে চলে আসা জনপ্রিয় একটি দৈনিক পত্রিকার ৯ ফেব্রুয়ারি একটি খবর বের হয় যার সারমর্ম ছিল এরকম—

''পুলিশের একটা বিশেষ শাখায় তদন্তে জানা গেছে গত ছয় মাসে চার হাজারের উপর অমুসলিম মেয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বিবাহের মাধ্যমে। এদের মধ্যে অধিকাংশই হয়েছে মালাপুরম, কালিকট আর কান্নুর এ। 'লাভ জেহাদ' নামে একটি সংস্থা এই কাজের জন্য মুসলিম সুদর্শন যুবকদের নিয়োগ করছে। তাদের ফ্যাশনেবল পোষাক, মোটরবাইক, মোবাইল এবং অর্থ দেওয়া হচ্ছে। নিয়োগকৃতদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অন্য ধর্মের কোনও মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে রোমান্স করতে এবং ছয় মাসের মধ্যে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে। এবং বিশেষ নির্দেশ হল তাদের গর্ভে অন্তত চারটি সন্তানের জন্ম দিতে। প্রথম কাজটি যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে না হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে অন্য আরেকটি মেয়েকে ধরতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কুলের মেয়েদেরই লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।''

কিন্তু সেক্যুলার এবং মিডিয়া এই বিষয়টিকে এতটুকু গুরুত্ব দেয়নি। এটা নাকি হিন্দুত্ববাদীদের অপপ্রচার। বিষয়টি আদালতে গেল, কিন্তু ধর্মান্তরের পেছনে যে ইসলামী কোনও র‌্যাকেট কাজ করছে, তা প্রমাণ করা গেল না। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো জেহাদিদের সংখ্যা। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও দ্রুত বাড়তে থাকলো ঘটনার সংখ্যা। বিষয়টি এবার এত স্পষ্টভাবে মানুষের চোখে ধরা পড়তে লাগল যে ২০১০ সালে কেরলের কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন লাভ জেহাদের সত্যতাকে।

খালি হিন্দু মেয়েরাই নয়, খ্রিষ্টান মেয়েরাও যেহেতু এদের শিকারের লক্ষ্যবস্তু ছিল, তাই খ্রিষ্টান সংগঠনগুলোর কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। কিন্তু দক্ষিন ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তো প্রতিপক্ষ। তাই তারা এই বিষয়ে সরাসরি কোনও বক্তব্য রাখছিল না। এদিকে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছিল কেরালে। খালি কেরলে নয় সমস্যা বিস্তৃত হল কর্ণাটকেও। ইতিমধ্যে হিন্দু সংগঠনগুলি বেশ কয়েকটি 'অ্যান্টি লাভ জেহাদ ফ্রন্ট' টীম তৈরি করে। এবং একাধিক মেয়েকে লাভ জেহাদের চক্কর থেকে উদ্ধার করে। বজরং দলের মতো দলগুলি বেছে বেছে হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করেছিল এমন নয়। তারা লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বাঁচিয়ে এনেছিল একাধিক খ্রিষ্টান মেয়েকেও। ফলে অহং এর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো ভারতের খ্রিষ্টান সংগঠনগুলি। তারা রীতিমত লিখিত বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করে নিলো সমস্যার কথা। তারা লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেনিং শুরু করলো। হিন্দু ও খ্রিষ্টান দলগুলি, যারা এতদিন একে অপরের সাথে লড়াই করতো, লাভ জেহাদের পরিপেক্ষিতে তারা স্থানীয় স্তরে একে অপরের কাছে চলে এলো। তখন থেকেই লাভ জেহাদ বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতা দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে।

এতক্ষণে পাঠক অবহিত হয়েছেন যে লাভ জেহাদ আসলে কি? যাদের মনে এখনো ধোঁয়াশা আছে তাদের জন্য বলে রাখি, ইসলাম ধর্মে পৃথিবীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'দার উল ইসলাম' অথাৎ যেসব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর 'দারুল উল হারব' অথাৎ যুদ্ধের দেশ (যেসব দেশ বা রাষ্ট্র পরিণত হয়নি, সেই সব দেশে অবিরাম সংগ্রাম বা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতদিন না সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, এটাই ইসলামের নির্দেশ)। লাভ জেহাদ আসলে খ্রিষ্টান বা ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলিতে জেহাদ বা যুদ্ধ বা সংগ্রাম, যার হাতিয়ার হল লাভ বা প্রেম। অর্থাৎ কিনা প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে কোনও অমুসলিম মেয়েকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা এবং তাদের দ্বারা মুসলিম সন্তান উৎপাদন করে মুসলিমের সংখ্যা বাড়ানো। এর উদ্দেশ্য কি?

লাভ জেহাদের মূল লক্ষ্য হল কোনও অমুসলিম দেশে ধর্মীয় জনসংখ্যার বিন্যাসে দ্রুত হারে পরিবর্তন আনা। অথাৎ ইসলামধর্মীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করে সেখানে মুসলিমদের একাধিপত্য স্থাপন করে, দেশটিকে দার- উল- ইসলাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য বহুমুখী—

প্রথমত, একটি অমুসলিম মেয়েকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করলে মুসলিমদের সংখ্যা একজন বাড়ানো যায় এবং একজন অমুসলিমের সংখ্যা কমে। অথাৎ অমুসলিমদের ক্ষতি হয় দুইদিক থেকে।

দ্বিতীয়ত, অমুসলিম মহিলাদেরও মুসলিম উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তার দ্বারা উৎপাদিত একাধিক সন্তান দ্বারা মুসলিমে সংখ্যা বাড়ানো যায়।

তৃতীয়ত, ইসলাম ধর্মে এক একজন পুরুষের চারটি করে স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আছে। সেই চাহিদা অনুযায়ী জোগান কিন্তু নেই। কেবল অন্য ধর্ম সম্প্রদায়গুলি থেকে নারী গ্রহণের মাধ্যমে সেই চাহিদা পূরণ করা যায়।

চতুর্থত, এর ফলে অমুসলিম জনসংখ্যায় পুরুষ এবং স্ত্রী-র অনুপাতে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। এবং যার ফলে ভবিষ্যতে অমুসলিম পুরুষও মুসলিম নারী বিয়ে করতে বাধ্য হবে। এবং তখন বিধর্মী পুরুষদেরও সহজেই ইসলামে ধর্মান্তরিত করার পথ সুগম হবে।এবং তখন বিধর্মী পুরুষদেরও সহজেই ইসলামে ধর্মান্তরিত করার পথ সুগম হবে।

পঞ্চমত, ক্ষেত্রবিশেষে অমুসলিম মহিলাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে তাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাসীতে পরিণত করে অমুসলিমদের বিরুদ্ধেই তাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, একজন মুসলিমের কাছে জেহাদের উদ্দেশ্য হল জান্নাতে যাওযার পথকে সুগম করা। এখানে তো দ্বিগুণ সুগম হয় জান্নাতের পথ। কেননা একদিকে একজন ইসলামে অবিশ্বসী কাফির কে 'ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে' আনার বিশাল পুণ্য, অন্যদিকে আল্লাহ-র পথে জেহাদের সর্বাধিক পুণ্য। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়া 'ডাবল' নিশ্চিত।

বস্তুত পক্ষে, ইসলামের জেহাদের কনসেপ্ট অনুযায়ী জেহাদ হল জান্নাতে যাওয়ার সহজতম উপায়। সারা জীবন ক্রটিহীনভাবে নামাজ রোজা করে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ হতে পারে জেহাদের পথ বাছলে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ফলটা কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, ফল হল জান্নাত বা স্বর্গ (যদিও অন্যান্য ধর্মে স্বর্গ ধারণা আর ইসলামে জান্নাত বা বেহেস্তের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা তবু সকলের বোঝার সুবিধার্থে এমনটা বলা হল)। সেখানে সেই মুসলিম ব্যাক্তি পাবেন সর্ব নিম্ন ৭২টা অপূর্ব সুন্দরী রমণী (হুর), আর তাদের সঙ্গে নিরন্তর এবং অনন্তকাল ধরে যৌনসম্ভোগ করার সুখ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেন প্রায় সকল মুসলিম পুরুষ আল্লার রাহে (আল্লাহর পথে) জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়। কিন্তু সকলে তো সন্ত্রাসবাদী হতে পারেনা, হতেও চায়না। তাদের বাড়িঘর আছে পরিবার আছে প্রতিষ্ঠা আছে। অপরাধ মূলক জেহাদি কাজে অংশগ্রহণ করে খুব কম মুসলমান। কিন্তু বাকি ইসলামের যে ব্যাপক সংখ্যার পুরুষ রয়েছে, তাদের তো জেহাদে অংশগ্রহণ করান যায় না। এই ব্যাপক জনসংখ্যাকে জেহাদের কাজে লাগানো যায়। আর এমন মজাদার পথ অবলম্বন কে করবে না?

'লাভ জেহাদ' নামক এই অদ্ভুত পরিকল্পনাটি পাকিস্তানের মাটিতে লালিত 'লস্কর এ তৈয়বা' নামক বিশ্বখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের গবেষণাপ্রসুত। কোন সময়ে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল তবে নব্বই-এর দশকের শেষের তা নিশ্চিত বলা যায়। কেননা যে বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হয়, ঠিক সেই বছরই ইসলাম গ্রহণকারী আমেরিকানদের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি ছিল, যার অধিকাংশই ছিল নারী। আর ধর্মান্তরের মাধ্যম ছিল মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ। এখনো আমেরিকা এবং ইউরোপে রমরমিয়ে চলছে লাভ জেহাদ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলি এবং এদের ছাত্র সংগঠনগুলি দ্বারা এগুলি পরিচালিত হচ্ছে। সঙ্গে একাধিক দেশি-বিদেশি মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং এদের অর্থনৈতিক দলগুলি এদের অর্থনৈতিক সমর্থন দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এবার আমরা আলোচনা করবো, কেন লাভ জেহাদির শিকারের লক্ষ্যবস্তু করে টিনএজ মেয়েদের। আসলে এটার সদুত্তর পাওয়া যাবে যদি এই বয়সের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যায়, বিশেষতঃ মেয়েদের। মূলত ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের (এবং ক্ষেত্র বিশেষে ২১বছর) যা মনোবিদ্যার ভাষার বয়ঃসন্ধি কালের (১২ থেকে ২১ বছর) দ্বিতীয় পর্যায়। এই বয়সটির কিছু বৈশিষ্ট আছে।

প্রথমত, বয়ঃসন্ধি কালে বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এতটাই আচমকা লক্ষ্য করা যায় শিশুদের মধ্যে, যার জন্য তারা মোটেও তৈরি থাকে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসে ছেলেদের তুলনায় বেশি দ্রুত এবং বেশি তীব্রভাবে।

দ্বিতীয়ত, এই সময় শিশুর মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদা এবং আত্ম-সক্রিয়তার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আত্ম-সক্রিয়তা বশতঃ, সে নিজে, কারো সাহায্য না নিয়ে অনেক কাজ করে বসে এবং তাতে আনন্দ লাভ করে। আর এই স্বাধীনতার-বোধের জন্য সে অভিভাবকদের জানায় না সকল কথা। এই ভাবে গোপন করার অভ্যাস তাকে অভিভাবকদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বিশেষত, মেয়েদের পুরুষ অভিভাবকদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, মনে হতে পারে যে, সেই কাজ গুলো কি ধরণের? উত্তরে আরেকটি বৈশিষ্টের কথা বলা যায়। এই বয়সের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ। যৌনতা মেশানো প্রেম - ভালোবাসার অনুভূতি তাদের অতি সহজেই অভিভূত করে ফেলে। অস্বীকার করা যায় না, আমরাও ঐ সময়ে যেসব অনুভূতি গোপন করতাম বাবা মায়ের কাছে, প্রেমের অনুভূতি নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, পিতামাতার থেকে মানসিক দূরত্ববশতঃ এবং প্রিয়ের প্রতি আকর্ষণ বশত তার সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সেই একটি মানুষকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। তার শিশুসুলভ কল্পনাপ্রবণতা, যা তার মধ্যে থেকে তখনো যায়নি, তার প্রায় পুরোটা জুড়েই থাকে তার সেই বিশেষ প্রিয়জন। আর ভারতের মতো রক্ষণশীল সমাজে মেয়েরা অবসর সময়ের বেশির ভাগটাই বাড়িতে কাটানোর ফলে কল্পনাগুলো তাকে প্রভাবিত করার অনেক বেশি সুযোগ পেয়ে যায়।

পঞ্চমত, এই বয়সের একটি বৈশিষ্ট্য হল সাহস। বয়ঃসন্ধিকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সাহসের চরমে থাকে। কবি সুকান্তের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির কথা স্মরণীয়।

ষষ্ঠত, আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আবেগের জটিলতা। বয়ঃসন্ধির প্রভাব তাদের আবেগের মধ্যেও ভীষণ ভাবে পড়ে। তারা আগের এবং পরবর্তী জীবনের যে কোনও স্তরের চেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়। বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আবেগের সৃষ্টি করে, যাদের বাস্তব সম্মত বহিঃপ্রকাশ বা সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে তেমন অভিজ্ঞতা তার না থাকায় সে সেই জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় সমস্যার সমাধান করতে না পেরে মানুষ যেমন তার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে দায়িত্বমুক্ত হতে চায়, তেমনি এই বয়সের ব্যক্তিরা প্রিয়জনের উপর এসব ভাবনা ছেড়ে দেয়। অনেকটা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মতো। আর এই বিষয়টি মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করেই গড়ে তোলে।

এতক্ষণ আমরা জানলাম, লাভ জেহাদ কি, লাভ জেহাদের প্রয়োগের ফলে কোন কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়, লাভ জেহাদ কারা চালায় এবং কেন জেহাদের জন্য ওই বয়সের মেয়েদের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। এবার আমরা লাভ জেহাদ নামক কৌশলের সুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

(ক্রমশঃ....)

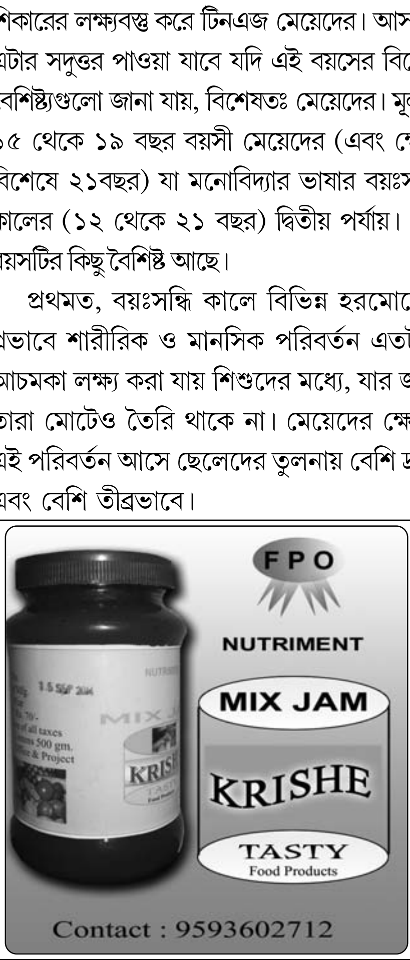

জাগো, তোমরা জাগো

পবিত্র কুমার রায়

শিয়রে শমন। আর বোধহয় বেশিদিন আমরা 'জিহাদ' হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমাদের এখনও ঘুম ভাঙিতেছে না! আমাদের বুদ্ধিজীবিগণও একেবারেই নিশ্চুপ! নেতা-নেত্রীগণ ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়াছে, প্রকারান্তরে জেহাদীগণকে সাহায্য করিতেছেন। আমরাও এক আশ্চর্য্য রকমের জীবে পরিণত হইয়াছি, আমাদের ঘুম আর ভাঙিতেছে না। যেন মরণ ঘুম ঘুমাইতে শুরু করিয়াছি। খুব সম্ভবতঃ মৃত্যু হইলেও আমাদের ঘুম ভাঙিবে না। পূর্ববর্তী সময়ে বহুবার জখম হইয়াছি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। জখম হইতে একটু সুস্থ হইয়াই পুনরায় আমরা বৈষ্ণবমন্ত্র ধারণ করিয়া বলিয়াছি অহিংসবাদী আমরা। আর অহিংস হইয়া আদুড় গায়ে উদ্বাস্থ হইয়া খোল-করতাল সহযোগ ধর্ম নিরপেক্ষতার কীর্ত্তন করিতে করিতে হিন্দু সমাজের বাঁচিবার জন্য যে ক্ষাত্রতেজটির প্রয়োজন উহাকেই আমরা হত্যা করিতেছি তিলে তিলে। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ! এক অনুকরণে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, ''সত্যই কি বিচিত্র এই হিন্দুজাতি!'' মনে রাখা প্রয়োজন যাহারা আত্মরক্ষা করিতে জানে না তাহাদের পৃথিবীতে বাঁচিবার অধিকার থাকে না। এই আত্মরক্ষা করিতে না জানিবার জন্য পৃথিবী হইতে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহু মতবাদ বা ধর্মও একপ্রকার অস্তিত্বহীন হইয়াছে। কারণ হইল অন্য আগ্রাসী ধর্মের আক্রমণে নিজের জীবন বাঁচাইবার ক্ষমতা না থাকিলে নিজের ধর্মকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। ধর্ম কখনও মানুষ সৃষ্টি করে নাই, মানুষই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে, বারে বারে মানুষই উহা রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষ না বাঁচিলে ধর্ম বাঁচিবে না। আমরা হিন্দুগণ যদি না বাঁচি আমাদের হিন্দু ধর্মও বাঁচিবে না। যেমন হইয়াছে বৌদ্ধ এবং জরুথুস্টদের ক্ষেত্রে। ভূমধ্যসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ছিল, আজ উহা এশিয়ার পূর্ব দিকে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। জরুথুস্টদের কথা আর নাই বা বলিলাম। কারণ উহাদের অস্তিত্ব এখন আর চোখ পড়িবার মত নয়। ইহুদীরাও পৃথিবীতে ছন্নছাড়া জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমানে ইজরায়েল নামক দেশটিতে একক ভাবে কিছু ইহুদি বসবাস করিলেও সারা পৃথিবীতে এখনও উহারা ছন্নছাড়া। কারণ একটিই যাহা হইল আগ্রাসী ইসলাম। ইসলাম আগমনের পর উপরোক্ত তিনটি ধর্মাবলম্বী মানুষ নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাতে উহাদের এবং উহাদের ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে আরব এবং সন্নিহিত এলাকায়। খ্রিষ্টানদের ঘুম ভাঙিয়াছিল খুব তাড়াতাড়িই। তাই উহারা উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহুদিদের ঘুম ভাঙিয়াছে, কিন্তু বড্ড দেরিতে। আর তাই উহারা আগ্রাসী ইসলামের সহিত টক্কর দিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের হিন্দু জাতির ঘুম এখনও ভাঙেনি। হয়ত জাতি ও ধর্ম বিনাশ হইলেও ইহাদের ঘুম ভাঙিবে না।

প্রথমত ইসলাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। কতটা আগ্রাসী এই ইসলাম? হাদিস গ্রন্থে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, ''যে মুসলমানের হাত এবং জিহবা হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সেই সেরা মুসলমান''। সুতরাং আমরা যদি আক্রান্ত হই বা মুসলমান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হই তাহা হইলেও মুসলমান আক্রমণকারী ভাল মুসলমান হইবেন, কারণ হইল আমরা হিন্দু, এবং কুরান শরীফের সুর তাওবাহ-এর ৪৫ নং আয়াত আমাদিগকে হত্যা করিবার বিধান দিয়াছে। শুধুমাত্র এই দুইটি উদাহরণই যথেষ্ট নয়, হাদিস এবং কুরান শরীফের বহু জায়গায় এই মত বিধান দেওয়া আছে। কোন ধর্মের সমালোচনা করিবার জন্য অদ্যকার এই লেখাটি লিখিতেছি না। সুতরাং প্রসঙ্গান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আসল উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করিয়া লেখা শুরু করিলাম।

যেমন কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন এতক্ষণ যাহা হাবিজাবি লিখিলাম উহার সহিত হিন্দুধর্ম এবং জাতির বিনাশ তত্ত্বের মিল কোথায়? আমার উত্তর হইল এই প্রশ্নটির সহিতই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুর ঘুমতত্ত্ব। প্রমাণ হইল দেশ বিভাগের পর মুসলমানগন উহাদের নিজ ভূমি বলিয়া পাকিস্থান ছিনাইয়া লইল, বাকি ভূমি ভারত হইল, হিন্দুস্থান হইল না। জনবিনিময় হইল না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙালি হিন্দুর বসবাস করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্য গঠন করিলেন। সেইস্থানেও ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া মুসলমান তোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিহাদীদের আশ্রয়স্থল বানানো হইয়াছে। বর্তমানে সেই পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের নিরাপদ আশ্রয় স্থল হইতে পুরো ভারতবর্ষকে গিলিতে চাহিতেছে আগ্রাসী ইসলাম, জেহাদীদের মাধ্যমে। উহারা গ্রাস করিলে হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মের গঙ্গাপাপ্তি ঘটিবে ইহা হলফ করিয়া বলা যায়। সুতরাং পাঠকগণ মিল কোথায় বুঝিতে পারিতেছেন বলিয়া আশা করি। হ্যাঁ, হিন্দুধর্মের ঘুমতত্বের মধ্যেই নিহিত আছে উহার বিনাশতত্ত্ব। যদি খ্রিষ্টানদের মত ঘুম ভাঙিয়া শক্ত হাতে শুধু প্রতিশোধ নয়, আগ্রাসী ইসলামকে আক্রমণ করে, দেরিতে হইলেও হিন্দুধর্ম আপন অস্তিত্ব বাঁচাইতে সক্ষম হইবে। আর না করিলে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত।

বর্তমান কালে ইসলামিক আগ্রাসনের মাত্রা, ধর্মীয় উন্মাদনা কেমন ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহার ফলাফল কি হইতে পারে, তাহার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। গাজায় ইজরায়েলী হামলার প্রতিবাদে কোলকাতার রাস্তায় পদব্রজে ধূলি উড়াইলেন আমাদের দুর্বদ্ধিজীবিগন। ভাল কথা, তবে আই সিস জঙ্গিরা যখন নৃশংসভাবে এক একজন নিরপরাধ পশ্চিমী মানুষকে মুন্ডচ্ছেদ করিতেছে তখন ইহাদের সিংহ বিক্রম কোথায় গেল? হামাসের বারোটি রকেট ছোঁড়ার মাসুল দিয়াছে গাজা নিবাসীগণ। আর পশ্চিমী সমাজকর্মী সাংবাদিক ইহারা কিসের মাসুল দিতেছেন? আই সিস জঙ্গিরা ইরাক এবং সিরিয়া নামক দুইটি দেশকেই অস্তিত্বহীন করিবার জোগাড় করিয়াছে, আমাদের বুদ্ধিজীবিদের দেখা নাই, মনে হইতেছে উহাদের বুদ্ধি শেষ হইয়াছে।

আলকায়েদাও হুমকি প্রদান করিয়াছে। উহারা বলিয়াছে ভারতেও উহারা শাখা বিস্তার করিয়াছে। আই সিস- দের মত উহারাও ভারত,বাংলাদেশ, মায়নমারকে লইয়া বৃহৎ একটি দেশ গঠন করিতে চাহিতেছে। 'দারুল হারব' হইতে 'দারুল ইসলাম' বানাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তালিবান আফগানিস্তানে সমান্তরাল প্রশাসন চালাইতেছে। পশ্চিমা দেশগুলি হইতে আই সিস এর হইয়া লড়িবার জন্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবকগণ আসিতেছে এবং আই সিস বাহিনীতে যোগদান করিতেছে। 'জিহাদ' ই হইতেছে ইসলামের মূলস্তম্ভ। আর সেই জিহাদকে শক্তপোক্ত বানাইয়া বিধর্মী নিধনের জন্য মুসলমান যুবকগণ উন্মত্তপ্রায়। পাঠকগণ হয়ত ভাবিতেছেন ইহা তো আমরা সবাই জানি। ইহা তো হইতেছে আমাদের চাইতে অনেকটা দূর- দেশে, বিদেশ বিভূঁইয়ে, আমাদের অসুবিধা কোথায়? আবার কেহ কেহ ইদানীং বলিতেছেন মুসলমান উগ্রবাদীদের মধ্যেও বিভেদ থাকিলেই আমাদের সকল চিন্তার মুক্তি ঘটিল।

মালদায় মিথ্যা অভিযোগে

হিন্দু সংহতির কর্মী গ্রেপ্তার

গত ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় মালদা ইংলিশবাজার থানায় পুলিশ হিন্দু সংহতির অন্যতম কর্মকর্তা দীপঙ্কর রজককে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন তাকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারা থাকায় তার জামিনের আবেদন নাচক করে তাকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, গত মাসের শেষ দিকে কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর এলাকায় যে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল, দীপঙ্করকে সেই ঘটনার জড়িত করে কেস দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীপঙ্করের বাড়ী খাসিমারি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে, যে খাসিমারিতে গোয়ালাদের সাথে সঙ্ঘর্ষে তিনজন মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল বলে অভিযোগ। এই এলাকায় গোয়ালাদের সাথে মুসলমানদের নতুন নয়। আগেও একাধিকবার এই ধরণের সঙ্ঘর্ষ মুসলমানদেরই ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গেই জড়িত করা হয়েছে দীপঙ্করকে।

এই প্রসঙ্গে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, ''এ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। রাজ্য সরকারের নির্দেশে উত্তরবঙ্গ পুলিশ স্থানীয় মুসলমানদের খুশী করতে এই ধরণের অনৈতিক কাজ করছে। মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক লাভের কথা মাথায় রেখে মুসলিম তোষণে উঠে পড়ে লেগেছে তাঁবেদর পুলিশ বাহিনী। হিন্দু সংহতিকে এখানে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে।'' তিনি আরও বলেন, ''গত ৩ নভেম্বর চাঁচোল থানায় আমাদের আটক করে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, তখন ডি এস পি কৌস্তভ আচার্য্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কালিয়াচকের দাঙ্গার ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন। আমার মনে তখনই সন্দেহ হয়েছিল। দীপঙ্ককরের গ্রেপ্তারে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। তবে এভাবে শেষ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জী রাজনৈতিক দৃষ্টিতে খুব একটা লাভবান হবেন না। কারণ তোষণের মাধ্যমে কিছু মুসলিম ভোট হাসিল করলেও তিনি এতে ব্যাপক ভাবে হিন্দুভোট হারাবেন।

সর্বোপরি অন্যায়কারী দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারিতদের উপর এই পুলিশি জুলুমের ঘটনায় স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এই ঘটনায় উলুবেড়িয়া লোকসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দিকেও অভিযোগের আঙুল উঠেছে।

হায়দরাবাদে গ্রেপ্তার মায়ানমারের রোহিঙ্গা জঙ্গি

পাওয়া গেল আইসিস যোগ

বর্তমান বিস্ফোরণ সূত্রে জড়িয়ে গেল মায়নমারের নাম। এক সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশে নাশকতার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে মঙ্গলবার মায়ানমারের নাগরিক বছর আটাশের খালিদ মহম্মদকে হায়দারাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করেছে এন আই এ। এর আগে ধৃত বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিসিনের নেতা সামিদকে জেরা করে খালিদের সন্ধান পায় তারা। ধৃত খালেদ রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের সদস্য বলে তাঁরা প্রমাণ পেয়েছেন। খালিদ বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ও বলে জানা গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আই-সিস এর প্রচারিত কিছু বই এবং তাদের সদস্য সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মাবলি ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে তদন্তকারীদের। কেননা, বর্ধমানে বিস্ফোরণের ঘটনায় এই মায়ানমার রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সম্পর্ক ও এদেশে জেহাদি তৎপরতায় আই সিস -এর হয়ে লড়াই করতে যাওয়ার প্রমাণ মিলেছিল। গত মাসেই হায়দাবাদের চারজন ইঞ্জিয়ারিং ছাত্রকে কলিকাতা থেকে আটক করে নিয়ে গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ। আই সিস -এর হয়ে লড়াই করতে তারা ইরাকে যাওয়ার জন্য এ রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার ছক করেছিল। হায়দাবাদ থেকে খালিদ ধরা পড়ায় ভারতে আই সিস যোগ কতটা গভীরে তা বুঝতে মরয়া জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর আগে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সে দেশে তদন্তকারী এন আই এ -র তদন্তকারী দলরে হাতে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের নামের তালিকা তুলে দিয়েছিল বলে জানা যায়।

মায়ানমার থেকে এ দেশে এসে হায়দাবাদে ডেরা বেঁধে বসার পর খালিদের সঙ্গে দেশের নানা প্রান্তের জামাত জঙ্গিরা যোগাযোগ রাখত বলেও নির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। শুধু এ দেশেই নয়, রোহিঙ্গাদের সাহায্যে নিয়ে মায়ানমারেও সংগঠন বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিল জামাত তা ধৃত সাজিদকে জেরা করে জানতে পেরেছিল এন আই এ। সেজন্য ইতিমধ্যে ধৃত কীর্ণাহারের আমজাদ শেখ এবং মালদহের জিয়াউল হকের কাছ থেকে পাওয়া বিস্ফোরক সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কলকাতা থেকে হায়দাবাদে তাঁদের সহকর্মীদের কাছে পাঠাচ্ছে এন আই এ-র আধিকারিকরা ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যে কতদূর পর্যন্ত ঘাঁটি গেড়েছে, তা খালিদের গ্রেপ্তার প্রমাণ করলো।

স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণ

গ্রেপ্তার জলিল মোল্লা

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মারধর করে দুষ্কৃতিরা বেঁধে রাখল স্বামীকে। তারপর পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে গনধর্ষণ করা হল তার স্ত্রীকে। ২১ নভেম্বর রাতে দেগঙ্গার বামনআটি গ্রামের নস্কর পাড়ায় নিজের বাড়িতে সাংসারিক কাজকর্ম করছিলেন, স্বামী এবং স্ত্রী। বারান্দার দরজা খোলাই ছিল। হঠাৎ জলিল মোল্লা তার এক সঙ্গীসহ ঘরে ঢুকে পড়ে এবং স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্বামী বাঁধা দেওয়ায় বন্দুক বের করে ভয় দেখানো হয় তাকে। মারধর করে স্বামীকে বেঁধে রেখে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতিরা। যাওয়ার সময় জানাজানি হলে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যায় তারা।

জলিল মোল্লা গ্রেপ্তার হলেও তার সঙ্গী এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। বসিরহাটের এস ডি পিও অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জলিলের সঙ্গীর খোঁজ চলছে।

শিমুলিয়ার মাদ্রাসায় এন আই এ

১০০ কিশোরীর জঙ্গি প্রশিক্ষণ

বর্ধমানের শিমুলিয়ায় প্রায় ১০০ জন কিশোরী জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছে। বোমা তৈরী থেকে শুরু করে অস্ত্রচালনায় সিদ্ধহস্ত এই কিশোরীরা মাদ্রাসার বাইরে অন্যান্যদেরও প্রশিক্ষণ দিত। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তো এবং স্থানীয়দের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিত। খাগড়াগড় কান্ডের পর এরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে আছে। এদের কাছে মারাত্মক বিস্ফোরকও মজুত আছে। এন আই এ -র তদন্তে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।

দত্তপুকুরে নাবালিকা ধর্ষণ

উঃ ২৪ পরগণার দত্তপুকুর থানায় কদম্বগাছি কাজিরহাট গ্রামে এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মইনুর হক নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত ২৭ অক্টোবর বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঐ নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ঐ যুবক।

(৪র্থ পাতার শেষাংশ)

আমরা অনেকেই নিরাপদ নই

দেওয়া হোক। চমৎকার প্রস্তাব, কিন্তু মুশকিল হলো, আরীবের মগজধোলাই যারা করেছে, তাদেরও তো মগজধোলাই কেউ না কেউ করেছে। আবার সেই কেউ না কেউ-এর মগজধোলাইও অন্য কেউ করেছে। সবিরোধী কোনও আইন নেই। তার ওপর আরীব ভারতের মাটিতে কোনও সন্ত্রাস করেনি। করেছে ইরাকে, করেছে সিরিয়ায়। দূর বিদেশে সন্ত্রাস করার শাস্তি কী হতে পারে, এ নিয়ে ভারতের আইনবিশেষজ্ঞরা চিন্তাভাবনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২৫ ধারায় যদি এশিয়ার কোনও দেশের বিরুদ্ধে, যে দেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক আছে, ভারতীয় কোনও নাগরিক যুদ্ধ করে, তাহলে তার শাস্তি হতে পারে যাবজীবন। এই আইনে কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুমতি নিতে হয়। জানি না এই আইনটি কত জুৎসই হবে আরীবের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ ধারণা করছে আরীব কদিন পরই মুক্তি পেয়ে যাবে। ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম তোষণ নীতি আবার ভয়ংকর একটা নীতি। এই নীতি হিন্দুত্ববাদী দলকেও মেনে চলতে হয়। যদি এমনই অবস্থা, তাহলে সরকারও সম্ভবত আরীব মজিদের বিরুদ্ধে কঠিন কোনও ব্যবস্থা নেবে না, কারণ ভারতের মুসলিমরা যদি আবার রাগ করে! জনসংখ্যার পঁচিশ ভাগকে কার সাধ্য আছে অখুশি করে!

আরীব মজিদরা যদি মুক্তভাবে চলাফেরা করে ভারতবর্ষে, তবে কট্টর সুন্নি মুসলিম ছাড়া এই ভারতবর্ষের আর কেউই নিরাপদ নয়। সবচেয়ে অনিরাপদ আমাদের মতো মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ইসলাম, ইসলামি শরিয়া, ইসলামি সন্ত্রাস বিরোধী মানুষ। আমাদের জবাই করার জন্য আরীব মজিদ তার ছুরিতে অনেক আগেই শান দিয়ে রেখেছে। এখন শুধু আমাদের গলাগুলো হাতের কাছে তার পেলেই হয়।

তসলিমা নাসরিন ঃ লেখক ও কলামিস্ট
(সৌজন্যে ঃ বাংলা ট্রিবিউন, ৩০ নভেম্বর)

কংগ্রেস জমানায় জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গান্ধী এবং নেহেরু পরিবারের সদস্যদের নামে দেশব্যাপী অসংখ্য প্রকল্প এবং সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

1. Indiramma Kalalu, A.P.
2. Indira Kranti Pratham,A.P.
3. Rajiv Gandhi Abyodaya Yojana,A.P.
4. Rajiv Gandhi Rehabilitation Package forTsunami affected areas,T.N,
5. Rajiv Gandhi social security scheme for poor people,Pondi
6. Rajiv Ratna Awas Yojana,Delhi
7. Rajiv Gandhi Prathamik Shiksha Mission,Chhattisgarh
8. Rajiv Gandhi Mission on food security,M.P.
9. Rajiv Gandhi Mission on community health,M.P.
10. Rajiv Gandhi rural housing corporation Ltd.,Karnataka
11. Rajiv Gandhi TourismDevelopment Mission,Rajasthan
12. Rajiv Gandhi computer literacy program,Assam
13. Rajiv Gandhi Swavlamban Rojgar Yojana,NCT Of Delhi
14. Rajiv Gandhi Vidyathi Suraksha Yojana,Maha
15. Rajiv Gandhi Mission for watershed Mgmt.,M.P.
16. Rajiv Gandhi food security Mission for Tribal Areas,M.P.
17. Rajiv Gandhi Home for Handicapped,Pondicherry
18. Rajiv Gandhi Breakfast Scheme,Pondicherry
19. Rajiv Gandhi Artisans Health & Life Assurance Scheme,T.N.
20. Rajiv Gandhi Zopadpatti Nivara Prakalpa,Mumbai
21. Rajiv Arogyashri Programme,Gujarat
22. Rajiv Gandhi computer Saksharata Mission,Jabalpur
23. Bridges & Roads Infrastructure Development,Haryana
24. Indira Gandhi Gramin Niwara Prakalp,Maharastra
25. Indira Gandhi Utkrishtha Chhattervritti Yojna for post plus II students,H.P.

দিল্লিতে ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস
আমেরিকার মনোনীত প্রতিনিধি তপন ঘোষ

গত ২১থেকে ২৩ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বৌদ্ধ নেতা দলাই লামা, আর এস এস প্রধান মোহনরাও ভাগবত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিঙ্ঘল, প্রবীন তোগাড়িয়া, বেলজিয়ামের প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ কোয়েন্‌রাড এলস্ট, ফিজি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান অতনু মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ এই অনুষ্ঠানে আমেরিকার মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

মন্দিরবাজারের কানেয়া-তে হিন্দু সংহতির শোভাযাত্রা
বস্ত্র বিতরণ এবং দীপাবলি সম্মেলন

১৬ নভেম্বর দঃ ২৪ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার থানার কানেয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সংহতির স্থানীয় শাখার দীপাবলি সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ। বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রী ঘোষকে স্বাগত জানিয়ে কার্যক্রম-স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে এলাকার দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন শ্রী ঘোষ।

১৪-ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

হিন্দু সংহতি-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায়

বিরাট হিন্দু সমাবেশ

উত্তরবঙ্গে পুলিশের হাতে আটক সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ঃ পরে নিঃশর্ত মুক্তি

উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ চলাকালীন হিন্দু সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ, সমাজসেবী অসিতাভ ভৌমিক এবং সুজিত মাইতিকে গত ৩ নভেম্বর কলিগ্রামে মিটিং করার সময় উত্তরবঙ্গ পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। পুলিশের এই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদে কলকাতায় রাস্তা অবরোধের কর্মসূচী নেওয়া হয়। প্রশাসনের সামনে তিনজনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি রাখা হয়। এদিকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে সংহতি কর্মীরা চাঁচোল থানায় জমায়েত হতে শুরু করে। পাশাপাশি কলকাতায় বিক্ষোভ কর্মসূচীর চাপ। প্রশাসনের তরফ থেকে বার বার চাপ আসা সত্ত্বেও সংহতির আধিকারিকরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। ৪ নভেম্বর সকাল থেকেই অবরোধের স্থান মৌলালিতে সংহতির কর্মীরা জমায়েত করতে থাকে। চাপে পড়ে প্রশাসন সংহতির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয় তপন ঘোষ সহ অপর দুই কার্যকর্তাকে। এই সংবাদ পাওয়ার পরে কলকাতায় রাস্তা অবরোধের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে আগত সংহতি কর্মীদের কলেজ স্কোয়ারে একত্রিত করা হয়। নেতৃবৃন্দের মুক্তির খবরে উল্লাসে ফেটে পড়ে কর্মীরা। কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি এডভোকেট ব্রজেন্দ্র নাথ রায় এবং বিকর্ণ নস্কর। পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে রেলের বিশেষ কোচে সশস্ত্র রক্ষীসহ সংহতির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

চীনের উইঘুরে ইমামদের গণবিচার

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী উইঘুর মুসলমানদের ইমামসহ প্রায় দুই ডজন মুসলমানকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম প্রচারের অভিযোগে তাদের এই সাজা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার চীনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চীনা নিউজ সার্ভিসের (সিএনএস) রিপোর্ট হতে এ তথ্য জানা যায়। জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘুরা উইঘুর হিসাবে পরিচিত। সোমবার জিনজিয়াং প্রদেশের একটি গণআদালতে ২০ জন সন্দেহভাজনকে ৫ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে দন্ডিত করা হয়। সিএনএসের রিপোর্টে আরো বলা হয়, ধর্মীয় ইমামদের পাশাপাশি মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের, যারা ধর্মীয় কর্মকান্ডের সাথে জড়িত, তাদের এ সাজা প্রদান করা হয়। এর আগে তাদের কর্মস্থল হতেও বরখাস্ত করা হয়। রিপোর্টে আরো বলা হয়, অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জাতিগত ঘৃণা ছড়ানো, আইন লঙ্ঘন, সংঘর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা এবং প্ররোচনার অভিযোগ আনা হয়। নির্বাসিত উইঘুর নেতারা বলেন, উইঘুর মুসলিমদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির উপর চীন সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ সেখানে সহিংসতার একটি অন্যতম কারণ। নির্বাসিত বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেস এক বিবৃতিতে চীন সরকার কর্তৃক এই শাস্তি প্রদানের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানায়। বিবৃতিতে তারা বলেন, 'এটি একটি ধর্মীয় নিপীড়ণ যার মাধ্যমে উইঘুরদের অধিকারকে নির্মমভাবে পদদলিত করা হল।' গ্রুপটির একজন মুখপাত্র ডাইলাক্ট রেক্সিট বলেন, 'তথাকথিত বৈধ ও অবৈধ্য ধর্ম পৃথকীকরণ প্রকৃত পক্ষে চীনের রাজনৈতিক চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত করা হচ্ছে।' চীনে উইঘুরদের ধর্ম পালনের কোনো অধিকার দেয়া হয়নি।' জিনজিয়াং প্রদেশে গণসাজার এই ঘটনা একটি সাধারন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রায়ই বন্দিদের প্রকাশ্য মিলনায়তনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য প্রচার করে থাকে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো গণবিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের নিন্দা জানিয়েছে। তারা অভিযুক্তদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিচার করার দাবি জানাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে দেশটির বিশিষ্ট একজন ইসলামী চিন্তাবিদকে চীনের একটি আদালত যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে। তিনি উইঘুরদের অধিকার নিয়ে কাজ করতেন। চীন চিন্তিত যে নিকটবর্তী পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে জিনজিয়াং এর মুসলিমরা সাহায্য পেতে পারেন।

মানবাধিকার রক্ষায় বিদেশী হস্তক্ষেপ নয়

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের আবেদন

জঙ্গি দমন করতে যখনই শক্তি প্রয়োগ করা হয় তখনই চলে আসে মানবাধিকারের প্রশ্ন। মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আন্দোলন। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশবাসীর নাগরিক অধিকার খর্ব হচ্ছে বলে সরকারের উপর চাপ বাড়তে থাকে। তাই এবার বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের মোকাবিলা এবং মানবাধিকারের মানের মধ্যে সমতা রেখে জঙ্গি দমনে স্পষ্ট ও দৃঢ় পদক্ষেপ করার জন্য বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানাল ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে বাইরের দেশের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করল ভারত।

উচ্চশিক্ষিত আনসারি জঙ্গিযোগে গ্রেপ্তার

কম্পিউটার সায়েন্সে প্রথম বিভাগে পাশ করে মুম্বাইয়ে চাকরিরত ২৪ বছরের আনসারি গ্রেপ্তার হল এ টি এস -এর হাতে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বান্দা-কুরলা এলাকার একটি আমেরিকান স্কুলে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল সে। এই ষড়যন্ত্র চলছিল ফেসবুকে।

উচ্চশিক্ষিত এই যুবক সারা বিশ্বে 'খিলাফৎ' (ইসলামী শাসন) প্রতিষ্ঠার কথা বলত। ধর্মের জন্য শহিদ হওয়ার কথাও বলত সে। যারা বলেন শিক্ষার অভাব এবং আর্থিক অনগ্রসরতাই মুসলিম যুবকদের সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিচ্ছে তাদের এই তত্ত্ব যে কত অসার এবং ভিত্তিহীন তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আনসারির গ্রেপ্তার।

হিন্দু সমাজের চাপে

মহরমের তাজিয়ার পথ পরিবর্তন

হিন্দু সংহতির ক্ষমতা দেখিয়ে দিল বাওয়ানা। বাওয়ানা হল দিল্লী বিধানসভার অন্তর্গত বহিঃদিল্লীর একটি শহর। ২০০১-র সুমারী অনুযায়ি জনসংখ্যা মাত্র ২৩,০০০ মত। ভারতের অন্য শহরগুলির মত এখানেও ধীরে ধীরে মুসলমানরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ২০০৪ সাল থেকে মহরমের সময় মুসলিমরা সেখানে তাজিয়া বের করত। ২কিমি দীর্ঘ সেই শোভাযাত্রা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলি ঘুরে বাওয়ানা সদর বাজার হয়ে মুসলিমদের অস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া তাজিয়ায় অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন আছিলায় স্থানীয় হিন্দু মেয়েদের উত্যক্ত করত। এইবার পূর্বদিল্লীর ত্রিলোকপুরীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপেক্ষিতে বাওয়ানার হিন্দুরা গত ২৪শে অক্টোবর মহাপঞ্চায়েত ডেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে এবার তারা চিরাচরিত পথে মহরমের তাজিয়া যেতে দেবেনা। তাজিয়া যেতে হলে সেটা যেতে শহরের মেন রাস্তা বাদ দিয়ে জে জে কলোনির ঘুরপথে। এই সিদ্ধান্ত তারা স্থানীয় থানাতেও জানিয়ে দেয়। মুসলমানরা বরাবরই শক্তের ভক্ত। হিন্দুদের এই সিদ্ধান্তে তারা প্রমাদ গোনে। তারা বুঝতে পারে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে এরপর তাজিয়া বের করাই অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই তারা কোন প্রতিবাদ না করে চুপচাপ এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

সাইকেল চুরি করেও বেকসুর খালাস

অভিনব উপায়ে সাইকেল চুরি করলো দুষ্কৃতিরা। চুরি না বলে একে ডাকাতি বলাই ভলো। শিকারি দুষ্কৃতিরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা প্রায়ই দল বেঁধে একাজ করে থাকে বলে স্থানীয় মানুষ জানিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের ভাটোল হাট থানার বাসিন্দা অনিল ওঁরাও। গত ৫-ই নভেম্বর বিকাল ৫-টা নাগাদ সে ভাটোল বাসস্ট্যান্ডে সাইকেল নিয়ে যায়। রাস্তার পাশে সাইকেল রেখে একটি চেয়ারে বসে নিজের মোবাইলের ফোনকল দেখছিল। এমন সময় মহম্মদ হাসিবুল (পিতা - বদিরুদ্দিন) নামক একটি ছেলে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে। তারপর সাইকেলটি নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। অনিল তাকে ধরে সাইকেল কেন নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় আশপাশ থেকে তার সাথীরা এসে অনিলকেই সাইকেল চোর বলে মারতে শুরু করে। এমন সময় পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে পড়লে উভয়কেই পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে প্রমান হয় যে সাইকেটি অনিলের। সাইকেল চুরির অপরাধ ও মারধরের জন্য অনিল মহম্মদ হাসিবুল ও তার দুই সাথী মহাবুল (পিতা-মহম্মদ সোলেমান), মহম্মদ মনসুর (পিতা-উসমান গনী)-এর নামে নালিশ করলেও পুলিশ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। অনিল হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিকে জানিয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক বলে সে কোন বিচার পেল না। এরপর হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে অনিল ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়ে থানায় গিয়ে উক্ত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে এরপোর্ট লেখানো হয়। দুষ্কৃতিদের শাস্তি না দিলে থানা ঘেরাওয়ের হুমকি দেওয়া হয়। পুলিশ তখন বাধ্য হয়ে উভয়কেই থানায় ডেকে পাঠায়। কিন্তু থানায় আনিলের বাবা শঙ্কর ওঁরাও মিটমাটের কথা বললে পুলিশ দুষ্কৃতিদের পায়ে ধরিয়ে ক্ষমা চাইয়ে ছেড়ে দেয়। কিছু লোকের ভুলে দুষ্কৃতিরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

রাসমেলায় পুলিশের তান্ডব

মূর্তি ভাঙচুরের অভিযোগ

প্রতি বছরের মত এবারও রাস উপলক্ষ্যে মেলা শুরু হয়েছিল উঃ ২৪ পরগণা জেলার মিনাখা থানার অন্তর্গত নেরুলিত। উদ্যোক্তা শিবতলা ভাইভাই সংঘ। তিন দিন ভালো ভাবেই হল সব কিছু। হঠাৎ ৮ নভেম্বর, শনিবার মেলার ৪র্থ দিন রাত ১১ টায় মেলাস্থানে উপস্থিত হল পুলিশের দল। উদ্যোক্তাদের সাথে বচসা, পরে সংঘর্ষ। একদিকে পূজার মূর্তি ভাঙার অভিযোগ উঠলো পুলিশের বিরুদ্ধে। অপরদিকে পুলিশের উপর আক্রমণ এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠলো মেলার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে। পরিণামে মেলা বন্ধ। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রবিবার মেলায় যাওয়ার কথা ছিল প্রখ্যাত ক্রীড়াব্যক্তিত্ব পি কে ব্যানার্জী এবং বিশিষ্ট অভিনেতা অভিষেক চ্যাটার্জীর। ঘটনার পরে পুলিশ ভাই ভাই সংঘের সভাপতি রামকৃষ্ণ সরদার এবং একজন সদস্য সাগর সরদারকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও ১৭ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। প্রসঙ্গত, মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ইরাকে গণহত্যা

৩০০ জনকে কবর দিল জঙ্গিরা

ইসলামিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করায় ইরাকে ফের গণহত্যা চালাল আই সিস্ জঙ্গিরা। রাজধানী বাগদাদ সংলগ্ন আনবার প্রদেশের অমুসলমান গোষ্ঠীগুলির ৩০০ জনকে হত্যা করে গণকবর দিয়েছে জঙ্গিরা। ইরাকের সেনাবাহিনী এরকম একাধিক গণকবরের সন্ধান পেয়েছে। সেনাবাহিনীর এক মুখপত্র জানিয়েছেন, "৫ বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ- কাউকেই রেয়াত করেনি জঙ্গিরা।" আনবার প্রদেশের প্রশাসন জঙ্গিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমেরিকার সাহায্য চেয়েছিল। জঙ্গিরা বাগদাদ বিমানবন্দর দখলের চেষ্টা করলে তার প্রতিরোধে জোট বাঁধে আনয়ারের সংখ্যালঘুরা। তার প্রত্যুত্তরেই এই গণহত্যা। এই ঘটনার আগে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছিল- ধর্মদ্রোহ করলে মুসলিমদেরও ছেড়ে কথা বলা হবে না। সেই সময় প্রায় ৩০ জন মুসলিম নেতাকেও গুলি করে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়।

ভোরবেলা শিয়ালদহ এলাকায় মন্দিরে ভাঙচুর ঃ গ্রেপ্তার ১

১৩/৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলকাতা -১২, বিশ্বজিত মহন্তর তারা মা মন্দিরে ভাঙচুর করল তিন মুসলিম দুষ্কৃতি।

৩১/১০/১৪ ভোর ৫টা নাগাদ বিশ্বজিত বাবু যখন স্নান করতে যান, তখন এই দুষ্কৃতিরা মন্দিরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। শব্দ শুনে আশপাশের লোকেরা বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতিরা তাদেরকেও আক্রমণ করে। চিৎকার চেঁচামেচিতে আরও লোক জমা হলে দুষ্কৃতিরা পালানোর চেষ্টা করলে একজন জনতার হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন মুচিপাড়া থানার পুলিশ এসে দুষ্কৃতিকে বেঁধে রেখে রাখার জন্য জনতার কাছে কৈফিয়ত চায়। পুলিশের এই ভূমিকায় স্থানীয় মানুষের আশঙ্কা পুলিশ ধৃত দুষ্কৃতিকে থানা থেকে ছেড়ে দেবে না তো! প্রসঙ্গত মুচিপাড়া থানা এফ.আই.আর না নেওয়ায় বিশ্বজিত বাবু ডাকযোগে অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন থানার ও.সি. সহ মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনারের কাছে।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012